শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ

সালাত

মুমিনের প্রাণ

অনুবাদ : কায়সার আহমাদ

Scanned by CamScanner

Why do we pray?

সালাত : মু'মিনের প্রাণ

মূল	শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদ	কায়সার আহমাদ
শরঈ সম্পাদনা	সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ

প্রকাশক	হাবিবুর রহমান হাবিব
প্রকাশনায়	আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

Scanned by CamScanner

সালাত : মু'মিনের প্রাণ

শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ
অনুবাদ : কায়সার আহমাদ

গ্রন্থস্বত্ব © প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

আর-রিহাব পাবলিকেশন্স

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৯৭৩৫৬৩১১৬, ০১৯১০৭০৬০২৯

প্রথম প্রকাশ

মে ২০১৯ ইং

অনলাইন পরিবেশক

pothikshop.com
amaderboi.com
rokomari.com
sijdah.com
wifilife.com
ruhamashop.com

মুদ্রিত মূল্য : ১৩০/-

Scanned by CamScanner

অর্পণ

আমার সে সব ভাই-বোনদের জন্য—যারা জীবনের প্রতিটি আনন্দ-বেদনায়, আশা-নিরাশায়, শত পেরেশানী, শত ব্যস্ততায় সম্পূর্ণ একাগ্রতার সাথে সালাতে দাঁড়ায়। ধীরস্থিরভাবে রুকু ও কিয়াম করে। দুনিয়ার সকল কিছু ভুলে মহান আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে। যারা সালাতের মধ্যে প্রশান্তি খোঁজে। সকলে ঘুমিয়ে পড়লে যারা আল্লাহর নিকট দণ্ডায়মান হয়। দীর্ঘ কিরাত পড়ে অশ্রুসিক্ত হয়ে সকল গুনাহ ধুয়ে পবিত্র হয়। এবং দু-হাত তুলে দু'আ করে—হে আল্লাহ! যুগের ইমান বিধ্বংসী সকল ফিতনা থেকে আমাদের হেফাজত করুন।

-অনুবাদক

Scanned by CamScanner

সূচিপত্র

লেখক পরিচিতি ৭
প্রাককথন... ৮
সালাত আদায় করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন কেন?.................১১
সালাত : অন্তর-আত্মার কান্না..১২
সালাত : আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগের মাধ্যম ১৫
সালাত : ইসলামের একটি স্তম্ভ ১৮
সালাত হল একটি দুর্গের মত..২০
কোন সালাত গ্রহণযোগ্য ২৩
সালাত : একটি অস্ত্রের মত...২৫
সালাত : একটি রিমাইন্ডার...২৬
সালাত : শয়তানের বিরুদ্ধে একটি ঢালস্বরূপ ২৭
সালাত : ইসলামি শরিয়াহ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ ২৯
সালাত : পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট
গুনাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ...৩২
সালাত : বিচার দিনে মানুষ প্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে..........৩৪
মসজিদের পবিত্রতা ৩৬
সালাত : প্রত্যেক নবি-রাসূলদের অন্যতম আমল.........................৩৮
সালাত : একটি অবিচ্ছিন্ন আমল..৪১
কেন মানুষ সালাত পরিত্যাগ করে?...৪২
সালাত : পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্রতা অর্জন ও
জান্নাতে দাখিলের চিরন্তন ব্যবস্থাপত্র ৪৪
সালাত : প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য ৪৬
পরিশেষে..৪৮

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট-১...৪৯
বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী..........................৫১
সালাতে একাগ্রতা ৫২
দুনিয়াবী আলোচনায় মগ্ন সালাত আদায়কারী ৫৩
আখেরি যামানায় অধিকাংশ ইবাদতকারী হবে মূর্খ......................৫৫
দাইয়্যুস সাপ্তাহিক মুসল্লিদের আবির্ভাব..৫৬

পরিশিষ্ট-২ ....৫৭
হাদিসের দর্পণে একালের মসজিদ ৫৯
সুসজ্জিত মসজিদে সালাতে একাগ্রতা সাধারণ
মসজিদের তুলনায় বেশি হয় নাকি কম হয়?...............................৬১

Scanned by CamScanner

লেখক পরিচিতি

শাইখ ড. শু'আইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করেন পাকিস্তানে। এখানেই তিনি ইসলাম এবং আরবি ভাষার শিক্ষা নেন। ইংলিশ সাহিত্যেও ডিগ্রি নেন। অতঃপর ১৯৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সৌদি আরবের মদিনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরিয়াহ্ অনুষদে স্নাতক সম্পন্ন করেন।

স্বনামধন্য শাইখদেরকে তিনি শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন। তিনি শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায, শাইখ মুহাম্মাদ আমিন আল-শানকিতি এবং শাইখ মুহাম্মাদ নাসিরউদ্দিন আলবানী রহিমাহুল্লাহ্র মত প্রথিতযশা আলেমদের নিকট অধ্যয়ণ করেন। কর্মজীবনে প্রথমে কেনিয়ার নাইরোবির একটি দাওয়াহ সেন্টারে কাজ করেন। পরে ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে লণ্ডনে দাওয়ার কাজ শুরু করেন। উর্দু, আরবি ও ইংলিশে বেশ কয়েকটি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। ইংলিস্তান মে ইসলাম, The Muslim Creed, An Introduction to the Science of Hadith, The Journez of the Soul ইত্যাদি হল তার রচতি অন্যতম কিছু বই। বর্তমানে তিনি ব্রিটেনের শরিয়াহ্ কাউন্সিলের সেক্রেটারি হিসেবে নিয়োজিত আছেন।

Scanned by CamScanner

প্রাককথন

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি এক ও অদ্বিতীয়। যিনি এ জগত সংসারের একচ্ছত্র অধিপতি। সৃষ্টির ক্ষুদ্র হতে বৃহৎ সবকিছুতেই বেষ্টন করে আছে প্রিয়তম প্রভুর সীমাহীন ভালোবাসা, দয়া ও রহমত। রাত-দিনের আবর্তণের প্রতিটি ক্ষণে আল্লাহর নিদর্শন প্রকাশ পায়। বিন্দু থেকে বিন্দু সব কিছুর ইলম সেই প্রেমময় প্রভুর আয়ত্বে রয়েছে। রাতের আঁধারে ছোট্ট পিপিলিকার পায়ের আওয়াজও তিনি শুনতে পান।

অগণিত দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক মুহাম্মাদে আরাবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর। যার নবুওয়াতি আলোকধারায় এ পৃথিবি থেকে দূরিভূত হয়েছে পাপ ও যুলমাত। যার পরশে মানব খুঁজে পেয়েছে সফলতার সঠিক পথ।

শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর পূত-পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি, তাঁর অনুসারীদের প্রতি এবং সৌভাগ্যশীল উম্মতের প্রতি। যারা সীমাহীন যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়েও বেছে নিয়েছেন প্রিয় নবীজির পথ-পন্থা, আঁকড়ে ধরে আছেন তাঁর অনুপম আদর্শ।

সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ আমল। সালাত ইমানী জীবনকে পূর্নতা দান করে। আত্মার সঙ্গে আত্মজিজ্ঞাসা থাকে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সদুত্তর হলো আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করা। সেই মহান আল্লাহর অস্তিত্বের সাথে আধ্যাত্মিক সম্পর্ক বজায় রাখার একমাত্র অবলম্বন হলো নিয়মিত সালাত আদায় করা।

শানিত ও শ্বাশত সালাত কেবল সালাতই নয়, তা মুমিনের বেঁচে থাকার হৃদস্পন্দন। সালাত একজন মুমিনের হৃদয়কে প্রশান্তি দেয়। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলে। সালাতবিহীন জীবন কেবল হাহাকার আর হতাশার জীবন। সে জীবনে কোন সুখ নেই। সে জীবনে কেবল দুঃখের উকিঁঝুঁকি। স্রষ্টার দাসত্বের উত্তম বন্ধন হলো সালাত। সুখে দুঃখে সবসময় সালাত আদায় করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পবিত্র কুরআনুল কারিমে আল্লাহ জাল্লা শানুহু সালাত আদায়ের জন্য বারবার তাগিদ করেছেন। কিয়ামতের

Scanned by CamScanner

দিন মুমিনরা সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসিত হবেন। একজন সালাফ বলেছেন-

‘দুঃখের মেঘ যখন তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কষ্টের আগুনে যখন তোমার আত্মার দহন শুরু হয়ে যায়। পরিবার কিংবা অন্যকোন দুঃখে তুমি পাও নিদারুন কষ্ট। কষ্ট বা দুঃখের যাঁতাকলে তোমার জীবনটা হয়ে যায় একঘেঁয়েমীপূর্ণ। তোমার এমন কষ্টের জীবনে সুখের পশলা বৃষ্টি পেতে রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। বল তাঁর কাছে আছে যত তোমার ব্যাথা ও কষ্ট। তিনিই তোমার জীবনে সুখ এনে দিবেন। সুখের মৃদু হাওয়াতে তোমার জীবনটাকে করে দিবেন সুখী-জীবন।’

প্রিয় পাঠক!

“সালাত মুমিনের প্রাণ” নামক পুস্পকাননের ভেতরে প্রবেশের পূর্বে আপনার সাথে কিছু কথা বলার ছিল। আপনি এখন যে বইটির সদর দরজাতে দাঁড়িয়ে আছেন, তা মূলত- Why do we pray? বইয়ের বাংলা অনুবাদ। শাইখ ড. শু’আইব হাসান হাফিজাহুল্লাহ হৃদয়ের আবেগ ও অনুভূতি ঢেলে দিয়ে বইটি রচনা করেছেন। আর নিপুণ হাতে সুন্দর ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করেছেন প্রিয় ভাই ও বন্ধুবর কায়সার আহমাদ। ইংরেজি ভাষা থেকে কোনো বইকে অনুবাদ করা খুবই কষ্টের একটি বিষয়, কিন্তু অনুবাদক মহাদয় নির্ঘুম রাত কাটিয়ে দীনের খেদমতের উদ্দেশ্য বইটি অনুবাদ করেছেন। হৃদয়ের জানালার দরজাগুলো খুলে তিনি একটি বিশাল উপহার দিয়েছেন আমাদেরকে। এছাড়াও তিনি বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতায় গ্রন্থের শেষে ‘বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী’ ও ‘হাদিসের দর্পণে একালের মসজিদ’ শিরোনামে দুটি পৃথক পরিশিষ্ট যুক্ত করেছেন। আশা করি পাঠকগণ এতে উপকৃত হবেন। অনুবাদের বেলায় তিনি সাবলীল করার চেষ্টা করেছেন। আবার পাঠককে ভালোবাসার ডাকে ডাকতে গিয়ে সুন্দর সুন্দর শব্দও চয়ন করেছেন। ‘জাযাকুমুল্লাহ’। একটি ফুল ফোটাতে হলে অনেক কিছু করতে হয়। অনুবাদক মহাদয় বইটিকে অনুবাদ করে পাঠকের সামনে ফুটিয়ে তুলছেন। আরো একটু সুরভি ছড়াতে আমি কিছু কাজ করেছি–

Scanned by CamScanner

১. লেখক বইটিতে অল্প কথায় সালাতের গুরুত্ব ও বিভিন্ন দিক আলোচনায় মনোযোগী ছিলেন, তাই তিনি মূল বইটিতে হাদিস শরিফের মূল আরবিপাঠ একটাও আনেননি। বরং কেবল ইংরেজিতে হাদিস শরিফের অনুবাদ তুলে ধরেছেন। কামলিওয়ালার বরকতময় হাদিস থেকে পাঠকের জন্য বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে আমি হাদিসগুলোর আরবি ইবারত যুক্ত করে দিয়েছি। যাতে পাঠক সহজেই প্রিয়তম রাসুলের হাদিস থেকে বরকত গ্রহণ করতে পারেন।

২. রাত দিনের আবর্তনে মানুষের অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। কেউবা নিজের কথা বলে হাদিসে রাসুল বলে চালিয়ে দিচ্ছে, তাই হাদিসগুলোর আরবিপাঠ মূল কিতাবে রেখে টিকাতে হাদিসের উৎসমূল উল্লেখ করে দিয়েছি। আবার হাদিস শুদ্ধ অশুদ্ধতার দিকে লক্ষ্য করে সনদ সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যাতে কোনোভাবেই মানুষের কথা হাদিসে রাসুল না হয়ে যায়।

৩. জ্ঞাতব্য কোন বিষয় থাকলে, পাঠকের উপকারের ডাকে সাড়া দিতে গিয়ে ফিকহি কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে কিছু আলোচনা করারও চেষ্টা করেছি। তবে আমি যা করেছি; সব টিকাতেই করেছি।

বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ইসলামি জগতের স্বনামধন্য খ্যাতিমান প্রকাশনা "আর-রিহাব পাবলিকেশন্স"। আল্লাহ জাল্লা শানুহু প্রকাশনাকে কবুল করুন। আর প্রকাশককে উত্তম বিনিময় দান করুন এবং এই বইটির উসিলা করে পরকালে জান্নাতের পথ সুগম করে দিন। আমিন। প্রিয় পাঠক! অনেক আলাপন হয়ে গেলো। আর কত, চলুন এবার আমরা দ্রুত প্রবেশ করি "সালাত : মু'মিনের প্রাণ"-এর পুষ্পকাননে।

সাইফুল্লাহ আল মাহমুদ
মীরহাজীরবাগ, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

সালাত আদায় করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন কেন?

একটি দীর্ঘ ও কর্মব্যস্ত সময় কাটানো ক্লান্ত ব্যক্তির জন্য জায়নামাজে দাঁড়িয়ে আল্লাহর দিকে মনোযোগী হওয়া কতই না কঠিন। নরম ও আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে থেকে মুয়াজ্জিনের 'সালাতের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো' ডাকে সাড়া দেয়া কতইনা কঠিন।

বিখ্যাত দার্শনিক ইবনে সিনা একবার তাঁর স্মৃতিচারণ করলেন এভাবে- একদা ভীষণ ঠান্ডা রাতে তিনি ও তাঁর গোলাম খোরাসানের একটি সরাইখানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। রাতে তিনি খুব পিপাসা অনুভব করলেন। গোলামকে ডাক দিয়ে পানি আনতে বলেন। এই আরামদায়ক বিছানা থেকে উঠে পানি আনতে গোলামের ইচ্ছে হল না, তাই সে ইবনে সিনার ডাক না শোনার ভান করল। বেশ কয়েকবার ডাকাডাকি করলে সে বিছানা থেকে উঠে অবশেষে মুনিবের জন্য পানি নিয়ে আসে।

কিছুক্ষণ পর আযানের মনোরম সুরেলা ধ্বনি বাতাসে গুঞ্জরিত হল। মোয়াজ্জিন আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহবান জানাচ্ছেন। ইবনে সিনা মোয়াজ্জিনের কথা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন, আমার গোলাম আবদুল্লাহ, সে সব সময় আমাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করে। আমাকে খুশি করার জন্য সুযোগ তালাশ করে, কিন্তু আজ রাতে সে আমার প্রয়োজনের চাইতে নিজ আরামের দিকে বেশি মনোযোগী হয়েছে।

অন্যদিকে এই পারস্য গোলাম। সে আরামদায়ক উষ্ণ বিছানা ছেড়ে বের হয়েছে। ঠান্ডা পানি দিয়ে অজু করেছে। মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে তাঁর মালিক আল্লাহর গুণকীর্তন করছে। তাঁর ইবাদতের দিকে ডাকছে।

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ব্যতিত কোন মাবুদ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসুল।"

রাতের ঘটনা ইবনে সিনা লিপিবদ্ধ করেন, "আজ রাতে আমি সত্য ভালোবাসা চিনতে পেরেছি, ওই ভালোবাসা যা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ ও আনুগত্য থেকে তৈরি হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহকে ভালোবাসার দাবি হল সম্পূর্ণ ও নিঃশর্ত আনুগত্য।"

Scanned by CamScanner

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ.

"(হে নবি! মানুষকে) বলে দিন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবেসে থাক, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[১]

সালাত : অন্তর-আত্মার কান্না

ব্যক্তির অহংকার ও গর্ব তাকে যুলুম ও অন্যায়ের দিকে ধাবিত করে। কখনো কখনো অহংকার ব্যক্তিকে এমন পর্যায়ে নিয়ে যায়—ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ (নাউজুবিল্লাহ) মনে করে বসে। একসময় ফিরাউন ছিল মিশরের শাসক। সে ছিল এমন একজন ব্যক্তি, যে ঘোষণা করেছিল-

فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ.

"এবং বলল, আমিই তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।"[২]

সে তার দৃষ্টিতে তার তথাকথিত মহত্ত্ব ও গর্বে অভিভূত হয়ে পড়ে। ফিরাউন বনি ইসরাইল জাতিকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করে এবং তাদের সুন্দর ও স্বাধীন জীবন দুর্দশাগ্রস্ত ও দুর্বিষহ করে তোলে।

কিন্তু একজন ব্যক্তির অহংবোধ তাকে যতটা শক্তিশালী এবং মহান বলে তার নিকট উপস্থাপন করে সত্যিই কি সে ততটা মহৎ ও শক্তিশালী? পবিত্র কুর'আনুল কারিম আমাদেরকে মানুষের প্রকৃত বাস্তবতা সম্পর্কে জানাচ্ছে-

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.

---

১. সূরা আলে ইমরান: ৩১।

২. সূরা নাযিয়াত : ২৪।

Scanned by CamScanner

"আল্লাহ সেই সত্তা, যিনি তোমাদের সৃষ্টি (শুরু) করেছেন দুর্বল অবস্থা থেকে, দুর্বলতার পর তিনি দান করেন শক্তি, আবার শক্তির পর দেন দুর্বলতা ও বার্ধক্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন এবং তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।"[৩]

সূচনায় মানুষ দুর্বল ও অক্ষম। সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম। এটাই হল মানুষের পরিচয়। সে জন্মের সময় এত দুর্বল ও অসহায় থাকে যে, তার পুরো অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নির্ভর করে তার বাবা-মা ও পরিবারের উপর। যদি জন্মের প্রথম বছরগুলোতে সে পরিত্যাজ্য হয় তাহলে সে নিজ থেকে বেঁচে থাকতে পারবে না। শুধু বাল্যকালে নয়, শৈশব-কৈশোরও তার একটি যত্নশীল, অমায়িক এবং ভালোবাসার হাতের প্রয়োজন।

একসময় শিশু যৌবনে উপনিত হয়। আত্মনির্ভরশীল হয়। নিজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ নিজ হাতে নিতে শিখে। তার শক্ত শরিরের দিকে তাকায়। সে গর্বভরে তাকায় তার সুন্দর দেহ কাঠামো এবং প্রতিভার দিকে। সে দুর্বল অক্ষম মানুষদের তুচ্ছজ্ঞান করে। এমনকি পিতা-মাতা ও অভিভাবক—যারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তাকে লালন-পালন করেছে তাদেরকেও অবজ্ঞা করতে শুরু করে। তার বিবেচনা শক্তি লোপ পায়। তার মধ্যে নিষ্ঠুরতা চলে আসে। অন্যের উপর সে আধিপত্য কায়েম করে। সে মনে করে, সে এখন মনিব (নাউযুবিল্লাহ) তাই যা ইচ্ছে তা করতে পারবে। কিন্তু এই যৌবন, এই সুন্দর দেহকাঠামো ও প্রাণশক্তি কি চিরদিন থাকবে? মাত্র কয়েক দশকেই সে তার কর্মশক্তি হারিয়ে ফেলবে। তার স্বাস্থ্যের চরম অবনতি হবে, ধীরে ধীরে তার মাথায় সাদা চুল স্থান করে নিবে, তার যৌবন বার্ধক্যে রূপ নিবে। যৌবনকাল থেকে বার্ধক্যে উপনিত হওয়ার প্রক্রিয়া যদিও খুব ধীরে ধীরে হয় এবং সময় লাগে তবুও বেঁচে থাকলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বৃদ্ধ হতে হবে।

সময়ের কাঁটা টিক টিক করে নির্দয়ভাবে অবিরত চলতে থাকে, একসময় প্রত্যেক যুবককে বার্ধক্যে নিয়ে যায়। শক্তিশালী যুবক একসময় দুর্বল ও অক্ষম হয়ে যায়। জন্মকালীন সময়ে সে যেমন ছিল তেমনই হয়ে পড়ে। এখন তার কাছে কোনো অভিভাবক বা পিতা মাতা নেই, যারা তাকে

---

৩. সূরা রূম : ৫৪।

Scanned by CamScanner

সাহায্য করবে। মাঝে মাঝে এমনও হতে পারে—তার পরিবার তাকে পরিত্যাগ করবে। এক ঘরের কোণে তার জীবন ও ভবিষ্যৎ আটকে থাকবে।

“প্রারম্ভেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম। সমাপ্তিতেও মানুষ দুর্বল ও অক্ষম।” কথা খুব স্পষ্ট; সত্যিকারের প্রভু হলেন আল্লাহ। তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, তিনিই সবচে’ মহান।

একমাত্র তিনিই ক্লান্ত হন না, তাঁর কোনো আরামের প্রয়োজন হয় না, তিনি কারোর উপর নির্ভরশীল নন।

“আল্লাহু আকবার”
আল্লাহ্ সবচেয়ে মহান।

যখন এই বার্তা মানুষের মনে স্পষ্টভাবে বুঝে আসে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে, যিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর নিকট বিনম্রতা প্রদর্শন করতে হবে। নম্রতা ও সম্মান দেখানোর এরচে’ ভালো কী পদ্ধতি থাকতে পারে যে—সে তার প্রভুর সামনে গোলামের মত দাঁড়াবে, তাঁর নিকট মাথা নত করবে এবং সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করে সিজদায় লুটিয়ে পড়বে; হাত উঠিয়ে তাঁর প্রশংসা করবে।

সালাত বান্দার উপর চাপিয়ে দেয়া কোনো বোঝা নয় বরং এটা হল প্রত্যেক অন্তর-আত্মার ক্রন্দন। যে হৃদয় আল্লাহকে চিনেছে সে হৃদয়ের কান্না। এটা হল আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামতের জন্য তাঁর নিকট বান্দার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কেউ আমাদের সাহায্য করলে আমরা হাসি মুখে সাহায্যকারীকে ধন্যবাদ জানাই। তাহলে মহান আল্লাহ, যিনি আমাদের প্রতিটি চাহিদা, আশা-আকাঙ্খা পূরণ করেন। তাঁর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব না? তোমাদের চারপাশে আল্লাহর নিখুঁত ও নির্ভুল সৃষ্টি, সৃষ্টির সৌন্দর্য ও নেয়ামতের দিকে তাকাও। সিজদায় লুটিয়ে পড়ে মহান প্রতিপালকের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।

Scanned by CamScanner

সালাত : আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগের মাধ্যম

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত তাঁর নিকট প্রথম আদেশসমূহের অন্যতম ছিল সালাত। ফেরেশতা জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁর কাছে এলেন এবং তাদের সামনে থাকা একটি পাথরে আঘাত করলেন, তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে একটি ঝর্ণা বের হল। তখন জিবরাইল আলাইহিস সালাম তাঁকে কিভাবে অজু করতে হয় তা করে দেখান। পরে তাঁকে সালাত আদায় করে দেখান। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিদিন দুইবার দু-রাকাআত করে সালাত পড়া আরম্ভ করেন। একবার দিনে আরেকবার সন্ধ্যায়। তিনি খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে সালাত পড়তে শেখান। সে সময় থেকে ইসরা ও মিরাজের ঘটনা পর্যন্ত প্রতিদিন তিনি এভাবে সালাত আদায় করতেন। হিজরতের খানিক পূর্বে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জেরুজালেমে নিয়ে যাওয়া হয় (ইসরা) এবং অত:পর জেরুজালেম থেকে আকাশে এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হয় (মিরাজ)। এই সফরে আল্লাহ আযযা ওয়াজাল্লা তাঁকে ৫ ওয়াক্ত সালাত পড়ার আদেশ দান করেন। এটা ছিল বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহর একটি তোহফা। এই গিফটের সাহায্যে একজন বান্দা প্রতিদিন রুহানিয়াত জগতে আল্লাহর মিরাজ লাভ করে অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারে। নামায হল মুমিনদের জন্য মিরাজস্বরূপ।[৪] সালাত বান্দাকে আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করার সুযোগ করে দিয়েছে।

প্রতিবার সালাত পড়ার সময় বান্দাকে সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করতে হয়। বার বার একই সূরা পাঠ করা সত্ত্বেও তাতে বান্দা কোনো প্রকার বিরক্তবোধ বা একঘেয়ামিপনা অনুভব করে না। কেননা এটা হল বান্দা ও তাঁর প্রভু আল্লাহর কথোপকথন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এমনটাই বর্ণিত হয়েছে।

---

[৪] আমাদের সমাজে বহুল প্রচলিত এই বাক্যটি হাদিস নয়। এটা কোনো হাদিসের কিতাবেও পাওয়া যায় না। তবে ইসলামের অন্যান্য গ্রহণযোগ্য সুত্র মোতাবেক বাক্যটি সঠিক প্রমাণিত হয়। তাই এ বাক্য নামাযের জন্য উৎসাহ যোগাতে বলা যেতে পারে। কিন্তু রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস বলে প্রচার করা যাবে না। (মালফুজাতে ফকিহুল উম্মাহ, পৃষ্ঠা : ১৭)-অনুবাদক।

Scanned by CamScanner

أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: " قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، نصفه له ونصفه لي، فإذا قال العبد: {الحمد لله رب العالمين} [الفاتحة: 2] ، قال الرب: حمدني عبدي، فإذا قال: {الرحمن الرحيم} [الفاتحة: 1] ، قال الرب: أثنى علي عبدي، فإذا قال: {مالك يوم الدين} ، قال: مجدني عبدي، فإذا قال: {إياك نعبد وإياك نستعين} [الفاتحة: 5] ، قال: هذه لعبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحة: 6] ، قال: هذه لعبدي ولعبدي ما سأل.

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- "আমি সালাতকে আমার মাঝে ও আমার বান্দার মাঝে ভাগ করে দিয়েছি। অর্ধেক আমার আর অর্ধেক আমার বান্দার। আমার বান্দার জন্য তাই রয়েছে, যা সে চায়।"

বান্দা যখন বলে-

الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ.

(অর্থাৎ যাবতীয় প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য), তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার প্রশংসা করেছে।" বান্দা যখন বলে-

الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ.

(অর্থাৎ যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু), তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার গুণ বর্ণনা করেছে।" বান্দা যখন বলে-

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ.

(অর্থাৎ বিচার দিনের মালিক), তখন আল্লাহ বলেন, "আমার বান্দা আমার আজমতের (বড়ত্বের) প্রশংসা করেছে।" বান্দা যখন বলে-

Scanned by CamScanner

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ.

(অর্থাৎ আমরা একমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং শুধু আপনারই সাহায্য প্রার্থনা করি), তখন আল্লাহ বলেন, "এ হচ্ছে আমার ও আমার বান্দার মাঝের কথা। আর আমার বান্দা তাই পায়, যা সে প্রার্থনা করে।" অতঃপর বান্দা যখন বলে-

اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ.

(অর্থাৎ আমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করুন। তাদের পথ, যাদের আপনি অনুগ্রহ করেছেন। আর তাদের পথে নয়, যাদের প্রতি আপনার গযব বর্ষিত হয়েছে, তাদের পথও নয় যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে), তখন আল্লাহ বলেন, "এসব কিছু আমার বান্দার জন্য। আর আমার বান্দা যা চায়, তাই পাবে।"[৫]

প্রতিদিন ৫ ওয়াক্তের সালাত আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এই বিষয়ে আল্লাহ বান্দাকে কোনো মন্তব্য বা অবহেলা করার অধিকার দেননি। এটা প্রত্যেক বান্দার উপর বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বান্দা যদি ওয়াক্তের সংখ্যা কমিয়ে ফেলে অর্থাৎ ৫ ওয়াক্তের কম সালাত আদায় করে তাহলে এটা চরম অবাধ্যতা হবে। এছাড়াও এতে সালাতের সুফল কম পাওয়া যাবে।

উদাহরণস্বরূপ, একটি রুমকে তখনই বাসযোগ্য রুম বলা যাবে যখন এতে ৪টি দেয়াল ও একটি ছাঁদ থাকবে, যদি এটা থেকে একটি দেয়াল বা ছাঁদ সরিয়ে নেওয়া হয় তাহলে এটাকে রুম হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। একইভাবে প্রতিদিনের ৫ ওয়াক্তের সালাত আদায় করলে ওই পুরো দিনে সালাতের উপকার লাভ করা যাবে, অন্যথায় যাবে না।

---

[৫] সহিহ মুসলিম : ৩৯৫; সুনানু তিরমিযি : ২৯৫৩; সুনানু আবু দাউদ : ৮২১; মুয়াত্তায়ে মালেক : ২৭৮; মুসনাদু আহমাদ : ৭৮৩৭।

Scanned by CamScanner

সালাত : ইসলামের একটি স্তম্ভ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَمُودُ الدِّينِ.

"সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ"।[৬]

আরো বর্ণিত আছে–

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصيام رمضان.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

'ইসলামের স্তম্ভ হচ্ছে পাঁচটি। ১.আল্লাহ্ ব্যতিত প্রকৃত কোন উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল—এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করা। ২.সালাত কায়েম করা। ৩. যাকাত আদায় করা। ৪. হজ্জ সম্পাদন করা এবং ৫. রামাদানের সিয়াম পালন করা।'[৭]

হাদিসে সালাতের বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলাম হল একটি দালানের মত, যে দালানের রয়েছে পাঁচটি স্তম্ভ। এখানের মাত্র একটি স্তম্ভ সরিয়ে ফেললে পুরো দালানের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়বে। যদি প্রচণ্ড ঝড় বাতাস প্রবাহ হয় তাহলে এমন দালান ভেঙ্গে পড়বে। একইভাবে যখন একজন ব্যক্তি সালাত পড়ে না বা সালাত পড়া বন্ধ করে দেয়; তাহলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে এবং মৃদু বাতাসেও তার ইমানের ভিত ভেঙ্গে টুকরো-টুকরো হয়ে যেতে পারে।

সালাত ইসলামের এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য স্তম্ভ যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.

---

[৬] জা'মে সাগির : ৫১৮৬।

[৭] সহিহ বুখারি : ১৯০৯; সুনানু নাসাঈ : ৫০০১।

Scanned by CamScanner

"মুসলিম বান্দা এবং কাফের ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য হল 'সালাত' পরিত্যাগ করা।"[৮]

অর্থাৎ মুমিনরা সালাত আদায় করেন, আর কাফির-মুশরিকরা সালাত আদায় করে না।

বাক্যটি কতই না বাস্তব! যদি আপনি পথে চলাচলকারী অসংখ্য মানুষদের মধ্যে কারা মুসলিম আর কারা কাফির তা সনাক্ত করতে চেষ্টা করেন, তাহলে তা আপনার জন্য অনেক কঠিন হবে। মুসলিমদের কপালে ইসলামের কোনো চিহ্ন নেই। কাফিরদের কপালেও কাফির লেখা কোনো সিল মারা নেই। কিন্তু সালাতের সময়ে আপনি সহজেই মুসলিম ও অমুসলিম গ্রুপকে চিনতে পারবেন। সালাতের সময় হলে আপনি দেখবেন, মুসলিম ব্যক্তি তার কাজ, ব্যবসা তথা তার কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করে সালাতে শামিল হচ্ছে। অন্যদিকে দেখবেন কাফির ব্যক্তি তার দুনিয়াবি কর্মে ব্যস্ত রয়েছে।

সূরা আল মুদ্দাছছিরে 'বিচার দিনে'র একটি সুন্দর ঘটনার আলোচনা করা হয়েছে, সেদিন মুমিনরা জাহান্নামবাসীকে জিজ্ঞেস করবে-

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ. قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ.
وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ. حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ.

"কোন জিনিস তোমাদেরকে জাহান্নামে দাখিল করেছে'? তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা মিসকীনদেরকে খাবার দিতাম না। আর যারা অহেতুক আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হত, আমরাও তাদের সঙ্গে মগ্ন হতাম। এবং আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা সাব্যস্ত করতাম। পরিশেষে সেই নিশ্চিত বিষয় (মৃত্যু) আমাদের সামনে এসে গেল।"[৯]

যদিও সত্য পরিত্যাগকারীরা আজ দুনিয়ায় চুপ করে রয়েছে, কিন্তু পরকালে তারা নিজেরাই সত্য বলবে।

---

[৮] সুনানু তিরমিযি : ২৬১৯; সুনানু আবু দাউদ : ৪৬৭৮; সুনানু ইবনু মাজাহ : ১০৭৮ [সনদ সহিহ]।

[৯] সূরা মুদ্দাছছির: ৪২-৪৭।

Scanned by CamScanner

সালাত হল একটি দুর্গের মত

সালাত হল প্রত্যেক ভালো কাজের সমষ্টি। নিম্নে কুর'আনের দুটি বর্ণনা তুলে ধরা হল, উভয় বর্ণনায় বেশ কিছু উত্তম কর্মের কথা বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রত্যেক উত্তম আমলের পূর্বে এবং পরে সালাতের বর্ণনা এসেছে।

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّ هُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ. الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

"নিশ্চয় সফলতা অর্জন করেছে মুমিনগণ। যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত। যারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে। যারা যাকাত সম্পাদনকারী। যারা নিজ লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করে নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসীদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে। কেননা এতে তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এ ছাড়া অন্য কিছু কামনা করলে তারাই হবে সীমালঙ্ঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। এবং যারা নিজেদের সালাতের পরিপূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরাই হল সেই ওয়ারিশ, যারা জান্নাতুল ফিরদাউসের মীরাস লাভ করবে। তারা তাতে সর্বদা থাকবে।"[১০]

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا. إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا. إِلَّا الْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ. وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. وَالَّذِينَ هُم مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ. إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا

---

[১০] সূরা আল মু'মিনুন : ১-১১।

Scanned by CamScanner

عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. وَالَّذِينَ هُم بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ.

"মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে। যখন তাকে অনিষ্ট স্পর্শ করে, তখন সে হা-হুতাশকরে। আর যখন কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন কৃপণ হয়ে যায়। তবে তারা স্বতন্ত্র, যারা সালাত আদায়কারী। যারা তাদের সালাতে সার্বক্ষণিক কায়েম থাকে। এবং যাদের ধন-সম্পদে নির্ধারিত হক আছে যাঞ্ছাকারী ও বঞ্চিতের। এবং যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এবং যারা তাদের পালনকর্তার শাস্তির সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্কা থাকা যায় না। এবং যারা তাদের যৌন-অঙ্গকে সংযত রাখে, কিন্তু তাদের স্ত্রী অথবা মালিকানাভূক্ত দাসিদের বেলায় তিরস্কৃত হবে না। অতএব, যারা এদের ছাড়া অন্যকে কামনা করে, তারাই সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে। এবং যারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান। এবং যারা তাদের সালাতে যত্নবান। তারাই জান্নাতে থাকবে সম্মানজনকভাবে।"[১১]

এই আয়াতসমূহে মুমিনদের কয়েকটি চারিত্রিক ও আমলগত বৈশিষ্ট্যের আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য হল নামাযে আন্তরিকভাবে বিনীত হওয়া। মুমিনদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য হল-

- তারা অহেতুক বিষয় থেকে বিরত থাকে।
- তারা যাকাত আদায় করে।
- তারা নিজেদের স্ত্রী ও তাদের মালিকানাধীন দাসিদের ছাড়া অন্য সকলের থেকে নিজ লজ্জাস্থানের হিফাজত করে এবং অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকে।
- তারা আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।
- তারা তাদের সাক্ষ্যদানে সরল-নিষ্ঠাবান থাকে।

---

[১১] সূরা আল মাআরিজ : ১৯-৩৫।

Scanned by CamScanner

এই পাঁচটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালা আবারো সালাতের কথা উল্লেখ করেন।

সূরা আল-মাআরিজ ও সূরা আল-মু'মিনুন উভয় বর্ণনায় আল্লাহ উত্তম আমল বা বৈশিষ্ট্যের শুরুতে এবং শেষে সালাতের আদেশ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, সালাত হলো একটি দুর্গ। এমন দুর্গ যা প্রত্যেক উত্তম আমলের রক্ষণাবেক্ষণ করে। একজন ব্যক্তির সালাত ঠিক থাকলে তার বাকি সৎকর্মও ঠিক থাকবে। তাই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

أَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الصَّلَاةَ عَمُودُ الدِّينِ.

"সালাত হল দ্বীনের স্তম্ভ"।[১২]

তিনি আরো বলেন-

، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر.

"হাশরের ময়দানে মানুষকে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে তা হল সালাত। যদি সালাত সঠিক হয় তবে বাকি সব আমল তার ঠিক হবে। আর যদি সালাত বিনষ্ট হয় তাহলে বাকি সব আমলই তার বিনষ্ট হবে।"[১৩]

কোন সালাত গ্রহণযোগ্য

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ.

"যারা তাদের সালাতে আন্তরিকভাবে বিনীত ও বিনম্র"।[১৪]

---

[১২] জা'মে সাগির : ৫১৮৬।

[১৩] সুনানু তিরমিযি : ৪১৩; সুনানু ইবনু মাজাহ : ৮৬৪ [সনদ সহিহ]।

[১৪]সুরা মুমিনুন : ২-৩।

Scanned by CamScanner

এই আয়াতে সালাতে একাগ্রতার (খুশুর) কথা বলা হয়েছে। নিঃসন্দেহে শয়তান হল মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। সে সর্বক্ষণ সালাতে মুমিনদের মনোযোগ ও একাগ্রতা বিঘ্নিত করার চেষ্টা করে। যখন মুমিন সালাতে দাঁড়ায় সাথে সাথে সে দেখতে পায় তার মনে বিভিন্ন চিন্তা, বিপদ, আশঙ্কা, কাজ, পরিবার প্রভৃতি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছে। এতে মাঝে মাঝে সালাতরত ব্যক্তি এমন চিন্তায় ডুবে যায় যে, সে এখন কোথায় আছে কি করছে কিছুই তার মনে থাকে না। সে অবচেতন মনে কিরাত পাঠ করে, রুকু সিজদাসহ সালাতের বিভিন্ন আহকাম পালন করতে থাকে। হঠাৎ তার মন আবারো সচল হলে সে বিস্মিত হয়ে ভাবে—সে কি তিন রাকাত পড়েছে না চার রাকাত। এভাবেই শয়তান সালাতকে নষ্ট করে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা বলেছিলেন—যে সালাতের খুব অল্প অংশ, সম্ভবত এক-দশমাংশ অথবা এক-অষ্টমাংশ আল্লাহ গ্রহণ করেন, বাকি অংশ শয়তানের প্ররোচনায় নষ্ট হয়ে যায়।

হাসান বসরি রহিমাহুল্লাহ দেখেন এক ব্যক্তি সালাতরত অবস্থায় তার দাঁড়ি নিয়ে খেলছে। এতে তিনি মন্তব্য করেন, "যদি তার মনে খুশু (একাগ্রতা) থাকত, তাহলে তার দেহের অন্যান্য অঙ্গও সালাতের প্রতি মনোযোগী হত।"

সূরা মাউনে প্রাণহীন সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে-

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ.

"সুতরাং বড় দুর্ভোগ আছে সেই নামাযীদের, যারা তাদের নামাযে গাফলতি করে"।[১৫]

একজন ইবাদতকারী সালাত সম্পর্কে গাফেল হয় যখন সে সালাত পড়তে বিলম্ব করে একদম শেষ ওয়াক্তে সালাত আদায় করে এবং যখন সে সালাতে মনোযোগ এবং একাগ্রতা ধরে রাখতে পারে না।

---

[১৫] সূরা মাউন : ৪-৫।

Scanned by CamScanner

عن أبي هريرة، قال: دخل رجل المسجد فصلى، والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فرد عليه السلام، وقال: " ارجع فصل فإنك لم تصل "، فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات، قال: فقال: والذي بعثك بالحق، ما أحسن غير هذا، فعلمني، قال: " إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ".

"আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে প্রবেশ করার পর এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। অত:পর এসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সালামের জওয়াব দিয়ে বললেন, ফিরে যাও। আবার সালাত পড়। কেননা তুমি তো সালাত আদায় করোনি। সে পুনরায় সালাত পড়ার পর এসে নবি কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিল। তিনি বললেন, ফিরে যাও, আবার সালাত আদায় কর কেননা তুমি তো সালাত পড়নি। (তিনবার এরূপ হল)। সে বলল, যে সত্তা আপনাকে সত্য দ্বীন দিয়ে প্রেরণ করেছেন তাঁর শপথ, আমি এরচে' উত্তম তরিকায় সালাত আদায় করতে জানি না। প্রিয় রাসুল, আমাকে শিখিয়ে দিন। তিনি বললেন, যখন তুমি সালাতে দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে, অত:পর কুরআনের যতটুকু তিলাওয়াত করা তোমার জন্য সম্ভব ততটুকু তিলাওয়াত কর। তারপর ধীরস্থিরভাবে রুকু কর। অত:পর সোজা স্থির হয়ে দাঁড়াও। অত:পর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, এরপর ধীরস্থির হয়ে বস, তারপর ধীরস্থিরভাবে সিজদা কর, তোমার পুরো সালাত এভাবেই আদায় কর।"[১৬]

[১৬] সহিহ বুখারি : ৭৫৭; সহিহ মুসলিম : ৩৯৭; মুসনাদু আহমাদ : ৯৬৩৫।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীর্ঘ সময় নিয়ে সালাত পড়তেন। সালাতে প্রতিটি পরিবর্তন খুব ধীরস্থির এবং যথাযথভাবে করতেন, সালাতে কোনো তাড়াহুড়ো করতেন না।

رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت.

"উত্তম সালাত হলো, সালাতে কেরাত লম্বা করে পড়া।"[১৭]

সালাত : একটি অস্ত্রের মত

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[১৮]

প্রকৃতপক্ষে, মানুষ সত্তাগতভাবে দুর্বল। দুর্ভোগ ও কষ্টের সময় তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। দুঃখ ও যন্ত্রণার সময় সর্বাপেক্ষা উত্তম সাহায্য হয় ধৈর্য, যা আমরা সালাতের মাধ্যমে পেতে পারি। আমাদের উচিত শান্ত স্থির থেকে বিচক্ষণতার সাথে প্রত্যেক বিপদ, দুঃখ, যন্ত্রণা, লোকসানের মোকাবিলা করা। কেননা তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া অথবা মূর্খতাপূর্ণ কোনো অবিবেচক মন্তব্য আরো বিপদ ডেকে আনতে পারে। কোনো বিপদের সম্মুখীন হলে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাতের মাধ্যমে উত্তরণের পথ খুঁজতেন। সালাতে ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করে, কেনইবা করবে না, আল্লাহর চাইতে অধিক সাহায্যকারী আর কে আছে?

সালাত হল একটি অস্ত্রের মত। এটা এমন অস্ত্র যা বিভিন্ন বিপদ, যন্ত্রণা, কষ্টে আমাদের রক্ষা করে। এই অস্ত্রের মাধ্যমে আমরা ব্যাথা-বেদনার উপশম করি, অজস্র বিপদে শান্তি ও স্বস্তিতে থাকি।

---

[১৭] সহিহ মুসলিম : ৭৫৬; মুসনাদু আহমাদ ইবনু হাম্বল : ১৪৩৬৮।

[১৮] সূরা বাকারা : ১৫৩।

Scanned by CamScanner

একবার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলেন-

قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها.

“হে বিলাল! সালাত কায়েম করো। আমরা এর মাধ্যমে স্বস্তি লাভ করতে পারবো”।[১৯]

সালাত : একটি রিমাইন্ডার

একবার একজন অমুসলিম প্রশ্ন করেছিল, “আমি বুঝতে পেরেছি ইসলামের প্রথমযুগে মুসলিমদের কেন প্রতিদিন ৫ বার সালাত পড়তে হত। সে দিনগুলোতে তাদের তেমন কাজ থাকত না, তাই নবি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদের সালাতের মাধ্যমে ব্যস্ত রাখতেন। কিন্তু আমাদের বর্তমান কর্মব্যস্ত আধুনিক জীবনে মানুষ খুব কম অবসর সময় পায়। তাই এই ব্যস্ততার মাঝে কী করে ৫ বার সালাত পড়ার বিধানকে কেউ গ্রহণ করবে?

আমাদের সালাতের প্রথমিক উদ্দেশ্য জানা থাকলে সহজেই উপরের প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে। আল্লাহ পবিত্র কুর'আনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي.

“অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর”।[২০]

স্বভাবগতভাবেই মানুষ বিস্মরণশীল, ভুলো মনের অধিকারী। সালাত মানুষকে বার বার তার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তার প্রতি আনুগত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদি নামায ১৪শ বছর আগে ওই সকল মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল, যারা আজকের মত কর্মব্যস্ত জীবনযাপন করত না, তাহলে সালাত আজকের কর্ম-কোলাহলময় যুগে বসবাসকারী মানুষের জন্য আরো

---

[১৯] সুনানু আবু দাউদ : ৪৯৮৫। [সনদ সহিহ]

[২০] সূরা তোয়াহা : ১৪।

Scanned by CamScanner

বেশি জরুরি। কেননা, আজকের মানুষ শিক্ষা ও কর্মে খুব ব্যস্ত সময় কাটায়, এবং যখন একটু অবসর সময় পায় তখন শয়তান বিভিন্ন মন্দ কর্ম, সিনেমা, ভিডিও, টিভি, গেমস, ইন্টারনেটসহ প্রভৃতি বিষয়ের অশ্লীল-বেহায়াপনা ও অন্যায়-অবিচারমূলক চিন্তা মানুষের মনে ঢুকিয়ে দেয় এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করে রাখে।

মানুষ আজ তার কর্মজীবনে এতটাই নিমজ্জিত ও ব্যতিব্যস্ত যে তারা আল্লাহ ও পরকালের কথা একদম ভুলেই গেছে। এই যুগে মানুষের অস্তিত্বের বাস্তবতা বুঝা, চিন্তা করা ও স্মরণ করা আরো বেশি প্রয়োজন। আমাদের হাইটেক আধুনিক জীবনেও সালাত ততটাই গুরুত্বপূর্ণ এবং উপকারি যতটা ইসলামের সূচনালগ্নে ছিল।

সালাত : শয়তানের বিরুদ্ধে একটি ঢালস্বরূপ

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুর'আনুল কারিমে ইরশাদ করেন-

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ.

"নিশ্চয় সালাত আল ফাহশা (অর্থাৎ প্রত্যেক কবিরা গুনাহ, যিনা, অশ্লীলতা ইত্যাদি) এবং আল মুনকার (অর্থাৎ কুফর, শিরক এবং প্রত্যেক শয়তানী কর্ম ইত্যাদি) থেকে বিরত রাখে"।[২১]

নিম্নোক্ত ঘটনায় বিষয়টি আরো সহজে বুঝা যাবে-

একদা মদ্যপান, জুয়া ও চুরি-ডাকাতিতে অভ্যস্ত একজন ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলেন। তাঁর নিকট কিছু উপদেশ চাইলেন, যাতে নিজ চরিত্রে পরিবর্তন আনতে পারেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে খুব সাধারণ এক উপদেশ দেন; "কখনো মিথ্যা বলবে না"। তারপর তাকে পরের দিন এসে অবস্থা জানাতে বলা হল। লোকটি চলে গেলেন। তিনি খুব আনন্দ অনুভব করছিলেন। তার নিকট এই সাধারণ নির্দেশ পালন করা খুব সহজ মনে হচ্ছিল। বাসায় এসে ব্যক্তিটি গ্লাসে মদ ঢাললেন এবং গ্লাসটি ঠোঁটে লাগালেন, হঠাৎ তার স্মরণ

---

[২১] সূরা আনকাবুত : ৪৫।

Scanned by CamScanner

হল আগামীকালকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পুরো রিপোর্ট দিতে হবে। তাকে আজকের দিনের সব কাজের কথা জিজ্ঞেস করা হবে। যদি তিনি সকল সাহাবাদের সামনে মদ পানের কথা স্বীকার করেন তাহলে তা তার জন্য অত্যন্ত লজ্জাকর হবে।

আর তিনি যদি মদ পান করার কথা অস্বীকার করেন, তাহলে তা হবে মিথ্যা কথা। তাই তিনি মদের গ্লাস রেখে দেন। একই ঘটনা ঘটে অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রেও। যখন তিনি জুয়ার আসরে বসেন এবং ডাকাতি করতে যান একই চিন্তা তার মাথায় আসে, এবং তিনি তা থেকে বিরত থাকেন। এটা ছিল ওই ব্যক্তির নফসের বিরুদ্ধে লড়াই করার প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে তিনি দ্রুত নিজের চরিত্রে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হন।

সালাতেরও রয়েছে একই রকম প্রভাব। যদি একজন ব্যক্তির স্মরণে থাকে যে তাকে দিনে ৫ বার 'মুসল্লায়' দাঁড়াতে হবে এবং প্রার্থনা করতে হবে, তাহলে তা তাকে শয়তান প্ররোচনা দেয় এমন সকল পাপকর্ম থেকে হিফাজত করবে।

অবশ্যই সালাতের মান ভালো হতে হবে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অবহেলায় নামায পড়লে তা থেকে কোনো উপকার পাওয়া যায় না। একটি দালানের কথা ভাবুন—যার স্থাপনা খুব শক্ত, তৈরি হয়েছে উন্নত কাঁচামাল দিয়ে, রয়েছে চারটি শক্ত দেয়াল ও মজবুত ছাঁদ। এমন দালান যেকোনো বৈরী আবহাওয়ায়, ঝড়-তুফানে টিকে থাকতে সক্ষম। সর্বোপরি ইমারত বানানোর উদ্দেশ্যেই তো হল নিরাপদ আশ্রয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ থেকে রক্ষা পাওয়া। অন্যদিকে যদি ইমারতের ভিত্তি দুর্বল হয়, তাহলে তা এমন পরিস্থিতিতে টিকে থাকতে পারবে না।

এখন সালাতের কথা ভাবুন। যদি সালাত নিয়মিত, যথাযথ সময়ে, কিরাত বুঝে বুঝে, সম্পূর্ণ মনোযোগ ও একাগ্রতার সাথে পড়া হয় তাহলে তা মানুষের ঈমানকে মজবুত ও দৃঢ় করবে, বিপদের সময়ে তা শক্তি যোগাবে, চক্ষু শীতল করবে, অন্তর শান্তি ও স্বস্তিতে ভরে উঠবে।

অন্যদিকে অনিয়মিত, অবহেলায় পড়া সালাত বিপদের সময়ে মানুষের তেমন কাজে আসবে না। এমন সালাত তার মনে প্রশান্তি বয়ে আনতে

Scanned by CamScanner

পারবে না। মনে রাখতে হবে, স্বাস্থ্যবান দেহ দুর্বল দেহের তুলনায় খুব সহজে ভাইরাস প্রতিরোধ করতে পারে।

সালাত : ইসলামি শরিয়াহ্ প্রতিষ্ঠার প্রথম পদক্ষেপ

পবিত্র কুরআনুল কারিমে শুআইব আলাহিস সালাম ও তাঁর কাওমের কথোপকথন বর্ণিত হয়েছে-

وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ.

"আর মাদয়ানে তাদের ভাই শুআইবকে নবি করে পাঠাই। সে (তাদেরকে) বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ছাড়া আমাদের কোন মাবুদ নেই। ওজনে কম দিও না। আজ আমি তোমাদেরকে ভাল অবস্থায়ই দেখছি, কিন্তু আমি তোমাদের উপর এমন একদিনের আযাবের আশঙ্কা করছি, যা তোমাদেরকে চারদিক থেকে বেষ্টন করে ফেলবে। হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা ওজনে ন্যায়সঙ্গতভাবে পূর্ণ করবে। মানুষকে তাদের দ্রব্যাদি কম দেবে না এবং পৃথিবিতে ফাসাদ বিস্তার করে বেড়াবে না। আল্লাহ প্রদত্ত উদ্ধৃত্ত তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা ঈমানদার হও, আর আমি তোমাদের উপর সদা পর্যবেক্ষণকারী নই।"[২২]

শুআইব আলাহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে তাওহিদের দাওয়াত দিয়েছিলেন এবং আল্লাহর বিধান মত ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য আহ্বান করেছিলেন। আহ্বানে সাড়া না দিয়ে তাঁর সম্প্রদায় খুব তিক্ত মন্তব্য করে-

[২২] সূরা হুদ : ৮৪-৮৬।

Scanned by CamScanner

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ.

"তারা বলল, হে শুআইব! তোমার নামায কি তোমাকে এই আদেশ করেছে যে, আমাদের বাপ-দাদাগণ যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদেরকে পরিত্যাগ করব এবং নিজেদের অর্থ-সম্পদে যা ইচ্ছা হয় তা করব না? তুমি তো বড় বুদ্ধিমান ও সদাচারী লোক।"[২৩]

শুআইব আলাহিস সালামের সম্প্রদায় ভালো করে বুঝতে পেরেছিল যে, তিনি শুধু তাদের নিয়মিত নামাযের দিকে আহ্বান করছেন না, পাশাপাশি তিনি একটি নতুন অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাচ্ছেন। শিক্ষণীয় হল, খ্রিষ্টানদের একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে—"যা আল্লাহর মালিকানাধীন তা আল্লাহর; এবং যা সিজারের মালিকানাধীন তা সিজারের"। অর্থাৎ আল্লাহর প্রাপ্য আল্লাহকে দাও এবং সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও। মূলত তারা এর মাধ্যমে দ্বীন ও রাজনীতিকে পৃথক করেছে। ইসলাম এই ধারণা চরমভাবে উৎখাত করে। বরং ইসলাম বলে সবকিছু আল্লাহর। সবকিছুই তাঁর মালিকানাধীন, তাঁর অধিকারভুক্ত। প্রতিদিন ৫বার সালাতে আল্লাহর ইবাদতকারী মুসলিম থেকে কী করে আশা করা যায় যে, সে জীবনের অন্যান্য বিষয়ে আল্লাহকে বাদ দিয়ে গায়রুল্লাহর অনুসরণ করবে, দৈনন্দিনের অন্যান্য কর্মে সে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে গারুল্লাহর বিধান গ্রহণ করবে। ইসলাম এমন দ্বিমুখী আচরণ অনুমোদন করে না। মহান আল্লাহ হলেন সৃষ্টিকর্তা। একমাত্র তিনিই বিধান প্রণয়নের এবং অনুগত্য পাওয়ার অধিকার রাখেন। মানুষ হল আল্লাহর গোলাম। মানুষকে শুধুমাত্র আল্লাহর-ই অনুসরণ করতে হবে।

যেসকল মুসলিমরা অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করেন, হয়তো তারা ভাবতে পারেন যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তারা দ্বীন প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম, কিন্তু যেসকল মুসলিমগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস করেন তাদের কাছে দ্বীনকে শুধু ব্যক্তি জীবনে আবদ্ধ করে রাখার অনুমতি ইসলাম কখনো দেয় না।

---

[২৩]সুরা হুদ : ৮৭।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর দ্বীন শুধু সালাত, রোযা, যাকাত এবং হজ্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটা প্রত্যেক মুসলিমকে খুব ভালো করে বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেক মুসলিমদের দায়িত্ব হল ইসলামের প্রতিটি শিক্ষা ও বিধান রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে বাস্তবায়ন করা।

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম"।[২৪]

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

"যে লোক ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম তালাশ করে, কস্মিণকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখেরাতে সে ক্ষতিগ্রস্ত"।[২৫]

বর্তমান যামানায় পুঁজিবাদ, সমাজবাদ, সাম্যবাদ, গণতন্ত্রের মত বহু বাতিল মতবাদ পৃথিবিতে আধিপত্য বিস্তার করেছে, কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছে। অন্যদিকে ইসলাম শরঈ নিজামে পরিচালিত রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যাকাত ভিত্তিক ও সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার দিকে আহ্বান করে। যদি এই তিন ব্যবস্থার একটিও অকার্যকর থাকে তাহলে ইসলামি শরিয়াহ যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠা হতে পারবে না, কার্যকর হতে পারবে না।

কুর'আন স্পষ্টভাবে মুসলিম শাসকের প্রথম ও প্রধান দায়িত্বের কথা বর্ণনা করছে-

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ.

"(মুসলিম শাসকরা) এমন লোক যে, আমি যদি দুনিয়ায় তাদেরকে ক্ষমতা দান করি, তবে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, মানুষকে সৎকাজের (অর্থাৎ আল্লাহর একত্ববাদ ও ইসলামে যা যা অনুমোদিত

---

[২৪] সূরা ইমরান : ১৯।
[২৫] সূরা ইমরান : ৮৫।

Scanned by CamScanner

সেগুলোর) আদেশ করবে ও অন্যায় (অর্থাৎ কুফর, শিরকসহ ইসলাম যা যা বর্জনীয় করেছ এমন) কাজে বাঁধা দেবে (অর্থাৎ সর্বোপরি তারা কুর'আনকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করবে)। সব কাজের পরিণতি আল্লাহরই হাতে।"[২৬]

"মানুষ তার শাসকের ধর্মের অনুসরণ করে" এটা হল জনপ্রিয় এক আরবি প্রবাদ বাক্য। অবশ্যই সাধারণ জনগণ শাসকদের অনুসরণ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, এবং যদি শাসক কর্তৃপক্ষ তাদের মাঝে যথাযথভাবে নামায ও রোযার উদাহরণ তৈরি করতে পারে, তবে জনগণ উৎসাহের সাথে এই আমলগুলো করবে। যারা ক্ষমতায় থাকে তারা আমলের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন জিনিসের সরবরাহকারীও বটে। পাবলিক প্লেসে নামাযের ব্যবস্থা করা, মসজিদ নির্মাণ করা ইত্যাদি হল তাদের এখতিয়ারভূক্ত। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হক শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন, যতক্ষণ না তারা নামায কায়েম করে এবং কোনো কুফরিকর্মে লিপ্ত না হয়। এই আদেশের ফলে মুসলিম রাষ্ট্র বহু গৃহযুদ্ধ এবং স্বৈরশাসকের হাত থেকে রক্ষা পায়।

সালাত : পাপ মোচনকারী এবং ছোট ছোট গুনাহের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ

সালাত শুধু ব্যক্তিকে সৎকর্মের প্রতি উৎসাহিত করে না, পাশাপাশি সগিরা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ.

"নিশ্চয়ই পুণ্যরাজি পাপরাশিকে (সগিরা গুনাহকে) মিটিয়ে দেয়"।[২৭]

যেহেতু প্রত্যেক ভালো কাজের মধ্যে নামায হল সর্বাপেক্ষা উত্তম। তাই নামায মানুষের ছোট-খাট গুনাহের প্রায়শ্চিত্ত করে।

---

[২৬] সূরা হাজ্জ : ৪১।

[২৭] সূরা হুদ : ১১৪।

Scanned by CamScanner

আলি রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একটি হাদিস শুনে আমার নিকট বর্ণনা করেন-

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من عبد يذنب ذنبا، فيحسن الطهور، ثم يقوم فيصلي ركعتين، ثم يستغفر الله، إلا غفر الله له.

"আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, যখন কোনো বান্দা কোনরূপ গুনাহ করার পর উত্তমরূপে অজু করে দাঁড়িয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে এবং আল্লাহর নিকট গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।"[২৮]

এর অর্থ এ নয় যে, ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামাফিক গুনাহ করতে থাকবে এবং সালাত পড়ে গুনাহের ক্ষমা লাভ করবে। এখানে মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে, তোমরা গুনাহের পর নিরাশ হইও না, প্রায়শ্চিত্তের দরজার তোমাদের জন্য উন্মুক্ত আছে। একজন ব্যক্তি সুন্দরভাবে, একাগ্রচিত্তে, যথাযথ নিয়মে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে এবং চারিত্রিক উৎকর্ষতা অর্জন করবে। ক্ষমা প্রার্থনার পর তাওবাকারী ব্যক্তির ঈমান দৃঢ় হবে, সে তাঁর ঈমানে নতুন উদ্যম ও প্রাণশক্তি ফিরে পাবে, এবং শয়তানের কুকর্মের প্ররোচনার বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি পাবে।

সূরা ফুরকানে আল্লাহ তা'আলা কবিরা গুনাহগার ব্যক্তির তাওবা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন-

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ

[২৮] সহিহ মুসলিম : ৫৬৪; সুনানু আবু দাউদ : ১৫২১; সুনানু ইবনু মাজাহ : ৭৭৭ [সনদ সহিহ]।

Scanned by CamScanner

يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا.

"এবং যারা আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের ইবাদত করে না, আল্লাহ যার হত্যা অবৈধ করেছেন, সঙ্গত কারণ ব্যতিত তাকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচার করে না। যে ব্যক্তি এরূপ করবে তাকে তার গুনাহের (শাস্তির) সম্মুখীন হতে হবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি বৃদ্ধি করে দ্বিগুণ করা হবে এবং তথায় লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল বসবাস করবে। তবে কেউ তাওবা করলে, ঈমান আনলে এবং সৎকর্ম করলে, আল্লাহ এরূপ লোকদের পাপরাশিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তিত করে দেবেন। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। যে ব্যক্তি তাওবা করে ও সৎকর্ম করে, সে মূলত আল্লাহর দিকে যথাযথভাবে ফিরে আসে।"[২৯]

সালাত : বিচার দিনে মানুষ প্রথম যে বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে

আল্লাহ তা'আলা শুধুমাত্র একটি উদ্দেশ্য মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, এবং এই দুনিয়াতে প্রেরণ করেছেন-

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

"আমি জ্বিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি"।[৩০]

মানুষকে এই দুনিয়াই শুধুমাত্র আল্লাহর ইবাদতকারী হয়ে বসবাস করতে হবে, এবং আল্লাহর ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ইবাদত হল সালাত। হাশরের ময়দানে বিচারের সময় মানুষকে দুনিয়ায় করা প্রতিটি কাজের জবাবদিহি দিতে হবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, দুনিয়ায় তাকে দেয়া অজস্র নিয়ামতের কথা, সে কিভাবে এই নিয়ামত ব্যবহার করেছে, কোন পথে আয় করেছে কোন পথে ব্যয় করেছে।

---

[২৯] সূরা ফুরকানঃ ৬৮-৭১।
[৩০] সূরা যারিআত : ৫৬।

Scanned by CamScanner

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ.

"এরপর অবশ্যই সেদিন তোমরা নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে"।[৩১]

তবে হাশরের ময়দানে সর্বপ্রথম সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। মানুষ দুইবার তাঁর সৃষ্টিকর্তার সম্মুখে দাঁড়াতে পারে, একবার দুনিয়াতে অন্যবার আখিরাতে। প্রথমবার হল—যখন সে আল্লাহর সম্মুখে প্রতিদিন 'ফরজ সালাত' পড়তে জায়নামাজে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়বার হল—যখন সে হাশরের ময়দানে বিচার দিনের মালিকের সামনে দাঁড়াবে। যদি তার প্রথমবার দাঁড়ানো (অর্থাৎ সালাতে দাঁড়ানো) সঠিক হয় তাহলে আল্লাহর সম্মুখে দ্বিতীয়বার দাঁড়ানো তার পক্ষে সহজ হবে। যদি আল্লাহর সম্মুখে প্রথমবার (সালাতে) দাঁড়ানো ভুল হয় তাহলে দ্বিতীয়বার আল্লাহর সামনে হাশরের ময়দানে দাঁড়ানো তার জন্য অত্যাধিক কঠিন হবে।

জেনে-বুঝে এক ওয়াক্ত সালাত ছেড়ে দেয়াও ভয়াবহ গুনাহ। এই গুনাহের কোনো কাফফারা নেই। একজন মুসলিম যতই বিপদে থাকুক এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও এক ওয়াক্ত সালাত সে ছেড়ে দিতে পারবে না। তাহলে স্বাভাবিক জীবনে নামায ছেড়ে দেওয়ার আর কী বা কারণ থাকতে পারে। যুদ্ধ চলাকালিন সময়ে, ইমাম মুসলিমদের দুই অংশে ভাগ করবেন, এক অংশ ইমামের সাথে সালাতে শরিক হবে আরেক অংশ শত্রুর মুখোমুখি অবস্থান করবে। ইমাম প্রথম অংশকে নিয়ে প্রথম রাকাত শেষ করলে প্রথম অংশ উঠে শত্রুর মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়াবে আর দ্বিতীয় অংশ ইমামের সাথে দ্বিতীয় রাকাতে শরিক হবে। এভাবে প্রত্যেকে সালাত আদায় করবে। এই সালাতকে বলা হয় 'সালাতুল খাওফ'। অর্থাৎ ভয়-ভীতির সালাত।

আরেক প্রকারের সালাত রয়েছে 'সংক্ষিপ্ত সালাত'। যুদ্ধ এবং সফরকালিন সময়ে এই সালাত পড়া হয়। এখানে ৪ রাকাতের ফরজ সালাত সংক্ষিপ্ত করে ২ রাকাতে আদায় করা হয়, কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সালাত ছাড়া যাবে না। শুধুমাত্র হায়েযের সময়ে নারিরা সালাত ছাড়তে পারে। তাছাড়া নারীদেরকেও পুরুষের মত ফরজ সালাত আদায় করতে হয়। ফরয সালাতের বিধান এতটাই কঠোর যে অসুস্থতার সময় ব্যক্তির অসুস্থতা যতই

---

[৩১] সূরা তাকাছুর : ৮।

Scanned by CamScanner

হোক না কেন, যতক্ষণ ব্যক্তি সচেতন অবস্থায় থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে সালাত পড়তে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি দাঁড়াতে অক্ষম হয় তাহলে তাকে বসে সালাত পড়তে হবে; যদি সে অসুস্থতার জন্য বসতেও অক্ষম হয় তাহলে তাকে শুয়ে চোখ, হাত ও পা ব্যবহার করে ইশারায় সালাত পড়তে হবে। সালাতের কোনো মাফ নেই।

মসজিদের পবিত্রতা

মসজিদ হল মানুষের নিরাপত্তার প্রতীক। জিহাদের বিধানে আল্লাহ বহু উপকার রেখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম একটি উপকার হলো—এর ফলে মসজিদের পবিত্রতা রক্ষা করা হয় এবং ইবাদতকারীর জন্য তা সর্বক্ষণ উন্মুক্ত রাখা হয়।

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ.

"যুদ্ধে অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে, যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে; কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। যাদেরকে তাদের ঘর-বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিস্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে—তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে নির্ঝনগির্জা, ইবাদতখানা, উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর।"[৩২]

---

[৩২] সূরা হাজ্জ: ৩৯-৪০।

Scanned by CamScanner

আল্লাহর বিধানকে সমুন্নত রাখতে, অন্যায় অবিচার উৎখাত করতে এবং মুসলিমদের জান ও মালের হিফাজত করতে মুজাহিদগণ আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করেন। মুসলিমরা যদি তা না করে, তাহলে শয়তানি বাতিল শক্তি দুনিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করবে, দুর্বল ও অসহায় মানুষের উপর যুলুম করবে, ইবাদাতঘর ও মসজিদ ধ্বংস করে দিবে। আধুনিক যুগে এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই শয়তানি শক্তি ধর্মকে নিষিদ্ধ করে ইবাদতের ঘরগুলোকে শূণ্য করে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনুল কারিমে আল্লাহর ঘর আবাদকারীদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন-

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ.

"আল্লাহ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবির নূর। তাঁর নূরের দৃষ্টান্ত যেন এক তাক। যাতে আছে এক প্রদীপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের ভেতর। যেন তা (অর্থাৎ কাঁচ) নক্ষত্র, মুক্তার মত উজ্জ্বল। প্রদীপটি প্রজ্বলিত বরকতপূর্ণ যয়তুন বৃক্ষের তেল দ্বারা, যা (কেবল) পূর্বেরও নয়, (কেবল) পশ্চিমের নয়। মনে হয় যেন আগুনের ছোঁয়া না লাগলেও তা এমনিই আলো দেবে। নূরের উপর নূর। আল্লাহ যাকে চান তাকে নিজ নূরে উপনীত করেন। আল্লাহ মানুষের কল্যাণার্থে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। আল্লাহ প্রতিটি বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। আল্লাহ ঘরগুলিকে উচ্চমর্যাদা দিতে এবং তাতে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে আদেশ করেছেন, তাতে সকাল ও সন্ধ্যায় তাসবীহ পাঠ করে এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচাকেনায় আল্লাহর স্মরণ,

Scanned by CamScanner

সালাত কায়েম ও যাকাত আদায় থেকে গাফেল করতে পারে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।"[৩৩]

কাফিরগণ সম্পূর্ণ অন্ধকারের মাঝে ডুবে থাকে। কিন্তু যখন তারা আল্লাহর উপর ঈমান আনে, যখন তাদের মনে ঈমানের নূর প্রজ্জ্বলিত হয়, তখন পুরো মহাবিশ্ব তার নিকট আলোকময় হয়ে উঠে। এই পবিত্র নূর সম্পর্কে সূরা নূরের আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতের উপমায় তাক বলে বুঝনো হয়েছে ঈমানদারের অন্তরকে। এই বরকতপূর্ণ তাক আল্লাহর ঘর ব্যতিত অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আল্লাহর ঘর অর্থাৎ যেখানে আল্লাহর স্মরণ করা হয়। আল্লাহর ঘর (মসজিদ) সাধারণ মানুষ আবাদ করতে পারে না, এর আবাদ করে বিশেষ ব্যক্তিগণ, যাদের রয়েছে বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য। মহান আল্লাহ ওই বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করেছেন-

১. তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।
২. তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় সালাত কায়েম এবং যাকাত আদায় থেকে বিরত রাখে না।
৩. তারা ভয় করে সেই দিনকে, যে দিন অন্তর ও দৃষ্টি ওলট-পালট হয়ে যাবে।

সালাত : প্রত্যেক নবি-রাসূলদের অন্যতম আমল

বায়তুল্লাহর দেয়াল নির্মাণের সময় নবি ইবরাহিম আলাইহিস সালাম নিম্নোক্ত দু'আ করেছিলেন-

رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ.

"হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার কতক বংশধরদেরকে ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র ঘরের নিকট বসতি স্থাপন করালাম, হে আমাদের রব! (এটা আমি এজন্য করেছি) যাতে তারা সালাত কায়েম করে।"[৩৪]

---

[৩৩] সূরা নূরঃ ৩৫-৩৭।

Scanned by CamScanner

ইবরাহিম আলাহিস সালাম নিজের জন্য এবং তার বংশধরদের জন্য প্রার্থনায় আল্লাহর নিকট ধন-সম্পদ, দুনিয়াবি প্রাচুর্য চাননি, বরং তিনি চেয়েছেন-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ. رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ.

"হে আমার রব! আমাকেও নামায কায়েমকারী বানিয়ে দিন এবং আমার বংশধরদের মধ্য হতেও (এমন লোক সৃষ্টি করুন, যারা নামায কায়েম করবে)। হে আমার রব! আর আমার দু'আ কবুল করে নিন। হে আমার রব! যে দিন হিসাব প্রতিষ্ঠিত হবে, সে দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতা ও সকল মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিবেন।"[৩৫]

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ ইসমাঈল আলাহিস সালামের প্রশংসা করেন এভাবে-

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا.

"এই কিতাবে ইসমাঈলের কথা বর্ণনা করুন, তিনি প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যাশ্রয়ী এবং তিনি ছিলেন নবি ও রাসূল। তিনি তাঁর পরিবারবর্গকে সালাত ও যাকাত আদায়ের নির্দেশ দিতেন এবং তিনি তাঁর পালনকর্তার কাছে পছন্দনীয় ছিলেন।"[৩৬]

নবি যাকারিয়া আলাহিস সালাম নিঃসন্তান ছিলেন, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি অবিরত তাঁর প্রতিপালকের নিকট দু'আ করছিলেন-

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ.

---

[৩৪] সূরা ইবরাহিম : ৩৭।

[৩৫] সূরা ইবরাহিম : ৪০-৪১।

[৩৬] সূরা মারইয়াম : ৫৪-৫৫।

Scanned by CamScanner

“সেখানেই যাকারিয়া তাঁর পালনকর্তার নিকট প্রার্থনা করলেন। বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তোমার নিকট থেকে আমাকে পুত-পবিত্র সন্তান দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।”[৩৭]

সালাতরত অবস্থায় যাকারিয়া আলাহিস সালাম সুসংবাদ পান-

فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.

“যখন তিনি কামরার ভেতরে নামাযে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন ইয়াহইয়া সম্পর্কে, যিনি সাক্ষ্য দেবেন আল্লাহর নির্দেশের সত্যতা সম্পর্কে, যিনি নেতা হবেন এবং নারিদের সংস্পর্শে যাবেন না, তিনি অত্যন্ত সৎকর্মশীল নবি হবেন।”[৩৮]

ঈসা আলাহিস সালাম শৈশবে আল্লাহর আদেশপ্রাপ্ত হন। কুর’আনে এসেছে, দোলনার শিশু মাসিহ আলাহিস সালাম বলেন-

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا.

“আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও যাকাত আদায় করতে।”[৩৯]

অতএব, প্রতিদিন সালাত পড়ার বিধান প্রথমবার আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বারা প্রচলিত হয়নি। সালাত হল আল্লাহর সাথে ব্যক্তি যোগাযোগের মাধ্যম, আদম আলাহিস সালামের সময় থেকে আল্লাহর সাথে বান্দার যোগাযোগের এই মাধ্যম প্রচলিত রয়েছে।

---

[৩৭] সূরা ইমরান : ৩৮।
[৩৮] সূরা ইমরান : ৩৯।
[৩৯] সূরা মারইয়াম: ৩১।

Scanned by CamScanner

সালাত : একটি অবিচ্ছিন্ন আমল

কুর'আনে ৩৫ বার সালাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কিন্তু সালাতকে বিচ্ছিন্ন আমল হিসেবে উল্লেখ করা হয়নি। কুর'আনে সবসময় সালাতের পাশাপাশি অন্যান্য আমলের উল্লেখ রয়েছে। যেমন যাকাত আদায় ও গরীব মিসকিনদের সাদাকাহ করার আমলকে অধিকাংশ সময়ে সালাতের আমলের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব আমলগুলো বিচ্ছিন্নভাবে পালনের কোনো সুযোগ নেই। কোনো ব্যক্তি যদি বেশি বেশি দান-সাদকাহ করে কিন্তু ৫ ওয়াক্ত ফরজ সালাত কায়েম না করে, তাহলে তা শুধু আল্লাহর অসন্তুষ্টি বয়ে আনতে পারবে।

খোলাফায়ে রাশিদিনের প্রথম খলিফা আবু বকর আস-সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহু যাকাত আদায় করতে অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। তিনি বললেন-

لأقتلن - من فرق بين الصلاة والزكاة،

"আল্লাহর কসম! যারা সালাত ও যাকাতের মাঝে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।"[৪০]

ধৈর্যধারণ হল মু'মিনদের একটি সৎ গুণ, মহান আল্লাহ নামাযের সাথে সম্পৃক্ত করে এই গুণের বর্ণনা করেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।"[৪১]

মানুষ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিভিন্ন মুসিবত ও পেরেশানির মধ্যে অবস্থান করে। এই সকল বিপদ মোকাবেলার জন্য আল্লাহ আমাদের দুটি অস্ত্র দিয়েছেন। একটি হল সালাত, অন্যটি ধৈর্য। ধৈর্য বাহ্যিক মুশকিলের সাথে

---

[৪০] সুনানু আবু দাউদ : ১৫৫৬। [সনদ সহিহ]
[৪১] সূরা বাকারা : ১৫৩।

Scanned by CamScanner

লড়াই করতে সাহায্য করে এবং নামায মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তি ও মনের সাথে আল্লাহর সম্পর্ক দৃঢ় করতে সাহায্য করে।

মু'মিনদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আমল হল ঈদ এবং হজ্জের সময়ে কুরবাণী করা। আল্লাহ তায়ালা সালাতের পাশাপাশি কুরবানীর কথা উল্লেখ করেছেন-

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ.

"অতএব আপনার পালনকর্তার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন। যে আপনার শত্রু, সেই তো লেজকাটা, নির্বংশ।"[৪২]

এছাড়াও পবিত্র কুর'আনুল কারিমের সূরা আল আন'আমে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

"(হে নবি) আপনি বলুন—আমার সালাত, আমার কুরবাণী এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।"[৪৩]

সালাত হল জীবন ও প্রাণের স্বরূপ আর কুরবাণী হল মৃত্যুর প্রতীক। আমাদের কর্মগুলো জীবনের সাথে সম্পৃক্ত থাকুক বা মৃত্যুর সাথে, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। সকল কর্ম আল্লাহর জন্যেই হতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য কুরবাণী করা যাবে না, তেমনি দুনিয়াবি লাভের জন্য সালাত আদায় করা যাবে না।

কেন মানুষ সালাত পরিত্যাগ করে?

মহান আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا.

---

[৪২] সূরা কাওছার: ২-৩।
[৪৩] সূরা আন'আম : ১৬২।

Scanned by CamScanner

"তারপর তাদের স্থলাভিষিক্ত হল এমন লোক, যারা সালাত নষ্ট করল এবং ইন্দ্রিয়-চাহিদার অনুগামী হল। সুতরাং তারা অচিরেই তাদের পথভ্রষ্টতার সাক্ষাৎ পাবে। অবশ্য যারা তাওবা করেছে, ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে, তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুম করা হবে না।"[৪৪]

আয়াতদ্বয়ে পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বহু নবি-রাসূলগণ এবং তাদের অনুসারীদের উদাহরণ পেশ করেন, তারা ছিলেন সকলে আল্লাহর নেককার ও পরহেজগার বান্দা। অত:পর আল্লাহ তাদের স্থলাভিষিক্ত ও অপদার্থ লোকদের সম্পর্কে বলেন, তারা দুনিয়াবী স্বার্থের পিছনে ছুটত, কুপ্রবৃত্তির অনুগামী হত এবং তারা সালাত নষ্ট করত। একজন ব্যক্তি হয়তো আল্লাহর অনুসরণ করবে নয়ত তার প্রবৃত্তি ও নফসের খায়েশের অনুসরণ করবে। একসাথে কেউ দুটি পথ গ্রহণ করতে পারবে না। পবিত্র কুর'আনে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে-

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا.

"আপনি কি তাকে দেখেন না, তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন?"[৪৫]

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন লোকদেরকে দীনার ও দিরহামের বিক্রেতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময় থেকে আজকের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। একজন পশ্চিমা লেখক আমেরিকানদের সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "তারা সপ্তাহে ৬ দিন ডলারের ইবাদত করে অতঃপর সপ্তম দিনে তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসে!"

অন্তর যখন অর্থ সম্পদের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন আল্লাহর জন্য সেখানে কোনো স্থান খালি থাকে না, এবং তখন সালাত হল প্রথম জিনিস যা এই অন্তর পরিত্যাগ করে।

---

[৪৪] সূরা মারইয়াম: ৫৯-৬০।

[৪৫] সূরা ফুরকান : ৪৩।

Scanned by CamScanner

সালাত : পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পবিত্রতা অর্জন ও জান্নাতে দাখিলের চিরন্তন ব্যবস্থাপত্র

সালাত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদিস:

১.আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: «فكذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا.

"তোমাদের কি মনে হয়, যদি কারো দরজার কাছে নদি থাকে যাতে সে প্রতিদিন পাঁচবার গোসল করে, তাহলে কি তার শরীরে কোনো ময়লা থাকবে?" তারা বলল, "তার গায়ে কোনো ময়লা থাকবে না।"রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—"পাঁচ ওয়াক্ত সালাতও একই রকম। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা পাপসমূহ মুছে দেন।"[৪৬]

২. আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر.

"পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআ থেকে আরেক জুমআ এবং এক রমাদান থেকে আরেক রমাদানের মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহসমূহকে মুছে দেয়, যদি সে কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।"[৪৭]

---

[৪৬] সহিহ বুখারী : ৫২৮; সহিহ মুসলিম : ৬৬৭; সুনানু তিরমিযি : ২৮৬৮; সুনানু নাসাঈ : ৪৬২; মুসনাদু আহমাদ : ৮৯২৪।

[৪৭] সহিহ মুসলিম : ২৩৩; মুসনাদু আহমাদ : ৯১৯৭।

Scanned by CamScanner

৩. আরো বর্ণিত আছে-

হযরত রাবিয়াহ বিন কাব রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন-

حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي: «سل» فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: «أو غير ذلك» قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود.

"আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খেদমতে রাত যাপন করতাম; তার অজুর পানি এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য জিনিস হাজির করে দিতাম। একদিন তিনি আমাকে বললেন, "তুমি আমার কাছে কিছু চাও।" আমি বললাম, 'আমি জান্নাতে আপনার সংস্পর্শে থাকতে চাই।' তিনি বললেন, "এছাড়া আর কিছু?" আমি বললাম- 'ওটাই (আমার বাসনা)।' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, "তাহলে অধিক থেকে অধিক (নফল সালাত আদায়ের মাধ্যমে) সিজদাহ করে এ ব্যাপারে আমার সহায়তা কর।"[৪৮]

প্রিয়তম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন-

৪. আবু যর রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

عن أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج زمن الشتاء والورق يتهافت، فأخذ بغصنين من شجرة، قال: فجعل ذلك الورق يتهافت، قال: فقال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله. قال: إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه الله، فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة.

"একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শীতকালে বের হন, এই সময় গাছ থেকে পাতা ঝরছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরে হালকা নাড়ান এতে আরো বেশি পাতা ঝরে পড়ে। অতঃপর রাসূল সাল্লাল্লাহু

---

[৪৮] সহিহ মুসলিম : ৪৮৯; সুনানু আবু দাউদ : ১৩২০ [সনদ সহিহ]।

Scanned by CamScanner

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'হে আবু যার, আমি বললাম, 'উপস্থিত, হে আল্লাহর রাসূল!' তিনি বলেন, 'যখন কোনো মুসলিম আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সালাত কায়েম করে, তখন তার পাপরাশী গাছের পাতা ঝরার মত করে ঝরতে থাকে।"[৪৯]

৫. উকবা ইবনু আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة.

"আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, তোমার রব সে ব্যক্তির উপর খুশি হন, যে পাহাড়ের উচ্চশৃঙ্গে বকরী চরায় এবং নামাযের জন্য আযান দেয় ও সালাত আদায় করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমার এ বান্দাকে দেখো, সে আযান দিচ্ছে এবং সালাত কায়েম করছে ও আমাকে ভয় করছে। আমি আমার এ বান্দাকে ক্ষমা করে দিলাম এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালাম।"[৫০]

সালাত : প্রত্যেক মুসলিমের অপরিহার্য কর্তব্য

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারী প্রত্যেক শিশুর জীবনের সূচনা হয় ডান কানে আযান এবং বাম কানে ইকামত শুনার মাধ্যমে। প্রত্যেক পিতা-মাতার উচিত শৈশব থেকেই সন্তানদের নামাযের গুরুত্ব জানানো এবং সালাত পড়ার নিয়ম শিখানো।

সালাতের অপরিসীম গুরুত্বের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শৈশব-কৈশোর থেকেই সন্তানকে সালাতে অভ্যস্ত করাতে বলেছেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

---

[৪৯] মুসনাদু আহমাদ : ২১৫৫৬ [সনদ হাসান]।

[৫০] সুনানু নাসাঈ : ৬৬৫; সুনানু আবু দাউদ : ১২০৩; মুসনাদু আহমাদ : ১৭৪৪২। [সনদ সহিহ]

Scanned by CamScanner

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها، وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع.

"সাত বছর বয়স হলে তোমরা তোমাদের সন্তানদের সালাতের জন্য নির্দেশ দাও এবং ১০ বছর হলে (সালাত আদায় না করলে) তাদের প্রহার করো। আর তাদের (ছেলে এবং মেয়ের) ঘুমের বিছানা পৃথক করে দাও।"[৫১]

সালাত পুরুষের মত নারির উপরও ফরজ করা হয়েছে। নারিদের সাধারণত ঘরের অভ্যন্তরে সালাত পড়া উচিত, তবে নারিরা ইচ্ছে করলে মসজিদে গিয়ে ফরজ সালাত কায়েম করতে পারে, এবং তাতে কারোর বাঁধা দেয়া উচিত নয়।

আব্দুল্লাহ ইবনু উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا النساء أن يخرجن إلى المساجد، وبيوتهن خير لهن.

"তোমরা তোমাদের নারিদের মসজিদে যেতে নিষেধ করো না। তবে তাদের ঘরই তাদের জন্য উত্তম।"[৫২]

أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم إليها.

অন্যত্র এসেছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যদি তোমাদের কারও স্ত্রী মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায় তবে তাদের নিষেধ করো না।"[৫৩]

---

[৫১] সুনানু আবু দাউদ : ৪৯৫। [সনদ 'হাসান সহিহ']; শরহুস সুন্নাহ : ৫০৫।
[৫২] সুনানু আবু দাউদ : ৫৬৭। [সনদ সহিহ]; মুসনাদু আহমাদ : ৫৪৭২।
[৫৩] সহিহ মুসলিম : ১০১৬; ইবনু মাজাহ : ৬২৪।

Scanned by CamScanner

পরিশেষে.....

সালাত প্রত্যেক মুসলিম নর-নারির উপর ফরজ।

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا.

"অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদমুক্ত হয়ে যাও, তখন সালাত ঠিক করে আদায় করো। নিশ্চয়ই সালাত মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে।"[৫৪]

হযরত আনাস ইবনু মালেক রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

من نام عن صلاة فليصلها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها.

"কোনো ব্যক্তি সালাত আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই তার (সালাতের কথা) স্মরণ হবে, আদায় করে নেবে।"[৫৫]

দুরুদ ও শান্তির অবিরাম ধারা বর্ষিত হোক নবিকুল শিরোমণি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর পবিত্র বংশধর ও তাঁর অনুসারীদের উপর।

---

[৫৪] সূরা নিসা : ১০৩।

[৫৫] ত্বহাবি শরিফ : ২৬৭৪।

জ্ঞাতব্য বিষয়:

যদি কেউ সালাত আদায় করতে ভুলে যায়, কিংবা সালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে, আর যদি উক্ত ব্যক্তি যখন জাগ্রত হয় বা সালাতের কথা মনে পরে সেই সময়টা যদি 'মাকরুহ বা হারাম' ওয়াক্ত না হয়ে থাকে, তাহলে তৎক্ষণাৎ সালাত আদায় করে নিবে। আর যদি মাকরুহ বা হারাম ওয়াক্তে গিয়ে সালাতের কথা মনে পরে তাহলে 'হারাম বা মাকরুহ' সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর সালাত আদায় করে নিবে। ঐ সময় সালাত আদায় করবে না। সুত্রঃ [বাদায়ে সানায়ে : ১/২৪৫; বিনায়া শারহুল হিদায়া : ২/৫৯।]

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট-১

বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী

কায়সার আহমাদ

Scanned by CamScanner

বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী

আবু উমামা বাহেলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة.

"অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পরবে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে কুর'আনের শাসন, সর্বশেষে সালাত।"[১]

সালাত, যাকাত, সিয়াম, কুর'আনের শাসন তথা খিলাফত, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি হল দ্বীনের এক একটি স্তম্ভ। হাদিসে বলা হয়েছে ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাঙ্গবে খিলাফত ব্যবস্থা আর সর্বশেষে সালাত। বহু পূর্বেই খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙ্গেছে, শেষ উসমানি খিলাফতের ধ্বংসেরও প্রায় শত বছর হচ্ছে। আল্লাহর জমিনের আজ এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে কুর'আনের শাসন চলছে। আর সালাত তো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলিম ইতিহাসে কোনো কালে, কোনো বিপদে, কোনো পতন বা মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ ফরজ সালাত আদায় হতে বিরত থাকতো। পূর্বে সালাত তরক করার কারণে কোনো ব্যক্তি ফাসিক হত না বরং ফাসিক হত অন্য কোনো হারামে জড়ানোর মাধ্যমে, কেননা কোনো মুসলিম বেনামাজী হবে এমনটা তাদের ধারণায় ছিল না। মদখোর, যালিম, যিনাহে লিপ্ত, চোর-ডাকাত, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ধরনের পাপী বান্দারাও সালাত পড়ত।

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ লোকও সালাত সঠিকভাবে আদায় করে না। ইসলামের সকল স্তম্ভ ভেঙ্গে গেছে, তাই মুসলিমদের বৃহৎ জামায়াত শুধু সালাতের দিকেই আহবান করছে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এর মধ্যে এখন সালাতই সবচেয়ে বড় ইস্যু বলে গণ্য হচ্ছে।

---

[১] মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০। তাবরানি : ৭৪৮৬।

Scanned by CamScanner

বর্তমান যামানায় সালাত ও সালাত আদায়কারী

আবু উমামা বাহেলি রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, নবি করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، وأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة.

"অবশ্যই ইসলামের স্তম্ভগুলো একে একে ভেঙ্গে পরবে। একটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথে মানুষ অপর স্তম্ভকে ধরবে। সর্বপ্রথম ভাঙবে কুর'আনের শাসন, সর্বশেষে সালাত।"[১]

সালাত, যাকাত, সিয়াম, কুর'আনের শাসন তথা খিলাফত, জিহাদ, হজ্জ ইত্যাদি হল দ্বীনের এক একটি স্তম্ভ। হাদিসে বলা হয়েছে ইসলামের স্তম্ভগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ভাঙ্গবে খিলাফত ব্যবস্থা আর সর্বশেষে সালাত। বহু পূর্বেই খিলাফত ব্যবস্থা ভেঙ্গেছে, শেষ উসমানি খিলাফতের ধ্বংসেরও প্রায় শত বছর হচ্ছে। আল্লাহর জমিনের আজ এমন কোনো অঞ্চল নেই যেখানে কুর'আনের শাসন চলছে। আর সালাত তো প্রত্যেক মুসলিমের জন্য বাধ্যতামূলক। মুসলিম ইতিহাসে কোনো কালে, কোনো বিপদে, কোনো পতন বা মানবিক বিপর্যয়ের সময়েও এমন খুঁজে পাওয়া যাবে না, যখন মানুষ ফরজ সালাত আদায় হতে বিরত থাকতো। পূর্বে সালাত তরক করার কারণে কোনো ব্যক্তি ফাসিক হত না বরং ফাসিক হত অন্য কোনো হারামে জড়ানোর মাধ্যমে, কেননা কোনো মুসলিম বেনামাজী হবে এমনটা তাদের ধারণায় ছিল না। মদখোর, যালিম, যিনাহে লিপ্ত, চোর-ডাকাত, অন্যের সম্পদ আত্মসাৎকারী ইত্যাদি ধরনের পাপী বান্দারাও সালাত পড়ত।

কিন্তু বর্তমানের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন, মুসলিম জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগ লোকও সালাত সঠিকভাবে আদায় করে না। ইসলামের সকল স্তম্ভ ভেঙ্গে গেছে, তাই মুসলিমদের বৃহৎ জামায়াত শুধু সালাতের দিকেই আহবান করছে। আমর বিল মারুফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজের নিষেধ এর মধ্যে এখন সালাতই সবচেয়ে বড় ইস্যু বলে গণ্য হচ্ছে।

---

[১] মুসনাদু আহমাদ : ২২১৬০। তাবরানি : ৭৪৮৬।

Scanned by CamScanner

অন্যদিকে যারা সালাত আদায়কারী তাদের অবস্থাও ভালো নয়। সালাতে একাগ্রতা নেই, খুশু-খুজু নেই। আজকের সালাত যেন শুধু কিছু শারিরিক কসরতে পরিণত হয়েছে। অবহেলা, অলসতায় স্বাদহীনভাবে সালাত আদায়কারীরা কোনোরকম সালাত আদায় করছে। এই প্রসঙ্গে হুযাইফা রাযিয়াল্লাহু আনহুর একটি ভবিষ্যতবাণী রয়েছে, তিনি বলেন- "তোমরা তোমাদের দ্বীনের বিষয়সমূহ থেকে সর্বপ্রথম খুশুকে হারাবে, আর সর্বশেষ হারাবে সালাত। অনেক সালাত আদায়কারী আছে, যাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। অচিরেই তোমরা মসজিদে প্রবেশ করবে, কিন্তু কোনো বিনয়াবনত সালাত আদায়কারী দেখতে পাবে না।"[২]

আমরা এখন শেষ যামানায় বসবাস করছি, আমাদের সালাতে খুশু খুজু নেই। আর তাই আমাদের নামায আমাদেরকে হারাম, অশ্লীলতা, বেহায়াপনা, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি থেকে বাঁচাতে পারছে না। নামায পড়লেও মন প্রফুল্ল হচ্ছে না, আত্মা পরিতৃপ্ত হচ্ছে না, পাচ্ছি না মানসিক প্রশান্তি। চারদিকের ফিতনা আমাদের গ্রাস করছে, পরাস্ত করছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন–

قَدْأَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.الَّذِينَ هُم فِي صَلَاتِهِم خَاشِعُونَ.

"ঐ সকল মুমিনরা সফল যারা তাদের নামাযে বিনয়-নম্র।"[৩]

আল্লাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন-

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخٰشِعِينَ.

"আর তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো। আর নিশ্চয় তা বিনয়ীরা ছাড়া অন্যদের উপর কঠিন।"[৪]

---

[২] মাদারিজুস সালেকিন : ১/৫২১।
[৩] সুরা মুমিনুন : ১-২।
[৪] সুরা বাকারা : ৪৫।

Scanned by CamScanner

দুনিয়াবী আলোচনায় মগ্ন সালাত আদায়কারী

আজকাল দেখা যায় মসজিদে সালাত আদায় করতে এসে পরস্পর নানান কথাবার্তায় আমরা লিপ্ত হই। অথচ মসজিদে দুনিয়াবী কথা বলা সম্পূর্ণ নিষেধ। মসজিদ তৈরির উদ্দেশ্য হলো সালাত আদায় করা, আল্লাহ তায়ালার যিকির, দ্বীনের বিষয়ে আলোচনা ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

إنما هي لذكر الله عز وجل، والصلاة وقراءة القرآن.

"নিশ্চয় তা (তথা মসজিদ) আল্লাহর যিকির, সালাত এবং কুরআন তিলাওয়াত করার জন্য।"[৫]

তবে পারস্পরিক তথ্য আদান প্রদান, একে অপরের খোঁজ খবর নেয়া, অতীত জীবনের কথা বলা, উম্মাহ্‌র ভালো মন্দ আলাপ করা ইত্যাদি বিষয় মসজিদে আলাপ করা যায়। হাদিসে এসেছে- "সাহাবাগণ মসজিদে নববিতে বসে পূর্বের জাহিলিয়াতের দিনের বিষয়ে আলোচনা করতেন।[৬] তখন মসজিদ হতে দেশ শাসন, বিচার ব্যবস্থা, সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজের নিষেধসহ যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়া হত। এই সব কর্ম দুনিয়াবী কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু মসজিদে বেচা-কেনা বা লেনদেন করা যাবে না, গিবত পরনিন্দা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি করা যাবে না।"[৭]

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলেও সত্য, আজ আমাদের সমাজে মুসল্লিগণ অপ্রাসঙ্গিক গল্প করেন, গীবত পরনিন্দা করেন, হিংসা বিদ্বেষ প্রচার করেন। মসজিদে পণ্য নিয়ে আসা যায় না, কিন্তু মোবাইল ফোন ব্যবহার করে মসজিদে বসেই অনেককে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখা যায়। মসজিদে ফোনের হারাম মিউজিক সালাত চলাকালীন সময়ে বেজে উঠছে। মসজিদে মিথ্যুক নেতাগণ সমাজের হর্তাকর্তাগণ এসে তাদের মিথ্যা প্রচার করছেন।

---

[৫] সহিহ মুসলিম : ১০০।
[৬] সহিহ মুসলিম : ৬৭০।
[৭] সহিহ বুখারি : ১/১৭৯।

Scanned by CamScanner

হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিয়ামতের নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেন। আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل بالمسجد , لا يصلي فيه ركعتين.

"নিশ্চয় কিয়ামতের নিদর্শন থেকে একটি নির্দশন হলো—মানুষ মসজিদের সামনে দিয়ে হেঁটে যাবে অথচ সে মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করে দুই রাকাত সালাত আদায় করবে না।"[৮]

অন্যত্র এসেছে, হযরত হুজায়ফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة: إذا رأيتم الناس أماتوا الصلاة.

"কিয়ামতের ৭২টি নিদর্শন রয়েছে, (যার মধ্যে একটি হল) যখন তোমরা দেখবে মানুষ সালাত নষ্ট করছে..।"[৯]

এ প্রসঙ্গে শাইখ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ বলেন—অর্থাৎ মানুষের ভেতর সালাতের গুরুত্ব হারিয়ে যাবে। আমাদের এ যুগের জন্য এটি বিস্ময়কর কোনো বিষয় নয়। কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম এমন—যারা সালাতে পাবন্দ নয়। অধিকাংশ মুসলিম পিতা-মাতা নিজেরাও সালাত আদায় করে না, সন্তানদেরও করতে শেখায় না। সারাজীবন সালাত আদায় করে না, বিশেষ করে ফজরের সালাত। কিন্তু ডাক্তার যদি একবার সকালে উঠে হাঁটার কথা বলে তখন তা ঠিকই আমল করা হয়। স্কুল-কলেজ এবং খেলার জন্য সন্তানকে ঠিকই এলার্ম দিয়ে সময়মত জাগিয়ে দেয়, কিন্তু ফজরের সালাতের জন্য জাগানো হয় না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এই কথা বলেছেন তখন সালাতকে ইমান ও কুফরের পার্থক্যকারী মনে করা হত। সে যুগে মানুষ যতই খারাপ হত, সালাত ত্যাগ করত না। এমন একটি সময়ে তিনি বলেছেন 'যখন মানুষ সালাত বরবাদ করবে'।

---

[৮] সুনানু বাইহাকি, সহিহুল জামে : ২/৩৭৮।

[৯] দুররে মানসুর : ৬/৫২। হিলইয়াতুল আওলিয়া : ৩/৩৫৮।

Scanned by CamScanner

আখেরি যামানায় অধিকাংশ ইবাদতকারী হবে মূর্খ

হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة.

"আখেরি যামানায় অনেক ইবাদতকারী হবে মূর্খ। আর অনেক ক্বারিরা হবে ফাসিক (অর্থাৎ কবীরা গোনাহে লিপ্ত)।"[১০]

আজ অধিকাংশ ইবাদতকারী, সালাত আদায়কারী, সিয়াম পালনকারী দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়ে অজ্ঞ। তারা সালাতের ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত সম্পর্কে জানে না, অধিকাংশরা সহিহভাবে তিলাওয়াত করতে পারে না, সালাতের নিয়ম নীতিও জানে না। সিয়াম ভঙ্গের কারণ সম্পর্কে বেখবর। অধিকাংশ সালাত আদায়কারী সঠিকভাবে সুরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে না। হাদিসের সাথে আমাদের যামানার অবস্থা পুরোপুরি মিলে যাচ্ছে। মুসলিমের সন্তান হয়েও দ্বীনের বিষয়ে কোনো জ্ঞান থাকবে না এটা পূর্বে চিন্তাও করা যেত না। ইসলাম ধর্মের একটি সুন্দর বৈশিষ্ট্য হল—বান্দা সরাসরি আল্লাহর সাথে কথা বলতে পারে, ইবাদত করতে পারে, সালাত পড়তে ও পড়াতে পারে। তার কোনো মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। যেকোনো মুসলিম ইমাম হতে পারে, জানাজার নামায পড়াতে পারে। যা অন্য ধর্মে নেই। অন্যদিকে পোপ ব্যতীত খ্রিষ্টান ধর্মে বান্দা আল্লাহর সাথে যোগাযোগ করতে পারে না, দু'আ করতে পারে না। ইসলামের এই সুন্দর বৈশিষ্ট্য আজ বিলুপ্ত। আজকের মুসলিমরা বাবা মা মারা গেলেও দু'আ করতে জানে না, কুর'আন খতম দিতে পারে না। তারা সালাতে প্যান্ট টাখনুর উপরে তুলে রাখে, জানে না যে—সর্বাবস্থায় প্যান্ট টাখনুর নিচে পড়া হারাম। তারা টুপি শুধু সালাতে পড়তে জানে। নারিরা আযানের সময় মাথা ঢাকতে জানে, তারা জানে না গায়রে মাহরামদের সমানে সর্বাবস্থায় চুল-মাথা ঢেকে রাখতে হবে। দুনিয়াবী জ্ঞান থাকলেও আজকের মুসলিমরা দ্বীনের প্রাথমিক বিষয়ে মূর্খ, জাহিল। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُم عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ.

---

[১০] কানযুল উম্মাল : ১৪/ ২২২। মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৩৫১।

Scanned by CamScanner

“দুনিয়ার জীবনের বাহ্যিক বিষয়ের ইলম তাদের রয়েছে। অথচ আখেরাত সম্পর্কে তারা উদাসীন।”[১১]

দাইয়্যুস সাপ্তাহিক মুসল্লিদের আবির্ভাব

প্রতিদিনের মুসল্লিদের চাইতে সাপ্তাহিক মুসল্লির সংখ্যা বেশি। এই ফাসিক মুসল্লিগণের অধিকাংশ হারাম হালাল পরওয়া করে না। পরিবারে অশ্লীলতা, বেপর্দা নিয়ন্ত্রণ করে না। এদের স্ত্রী সন্তানরা বেপরোয়া চলাফেরা করে। হাদিসে এদেরকে ‘দাইয়্যুস’ বলা হয়েছে। হাদিসে এমন মুসল্লি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে-

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

سيكون في آخر هذه الأمة رجال يركبون على الميائر حتى يأتوا أبواب مساجدهم، نساؤهم كاسيات عاريات على رءوسهم كأسنمة البخت العجاف، العنوهن فإنهن ملعونات، لو كانت وراءكم أمة من الأمم لخدمهم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم.

“এই উম্মতের শেষ যুগে এমন কিছু লোকের আবির্ভাব ঘটবে, যারা শান-শওকতের সাথে গালিচার উপর দিয়ে হেঁটে মসজিদের দরজায় গিয়ে উপস্থিত হবে। তাদের স্ত্রীরা কাপড় পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ থাকবে। তাদের মাথার উপর দুর্বল বাখতী উটের কুজের মত চুল হবে। তাদের উপর অভিশাপ করো, কারণ তারা অভিশপ্ত। যদি তোমাদের পর আর কোন উম্মতের আবির্ভাব ঘটত—তাহলে তোমরা তাদের গোলামী করতে; যেমন পূর্ববর্তী উম্মতের মহিলারা তোমাদের দাসীতে পরিণত হয়েছে।”[১২]

---

[১১] সুরা রুম : ৭।
[১২] মুসতাদরাকে হাকিম : ৪/৪৮৩। দুররে মানসুর : ৬/৫৫।

Scanned by CamScanner

পরিশিষ্ট-২

হাদিসের দর্পণে একালের মসজিদ

কায়সার আহমাদ

Scanned by CamScanner

হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد.

"কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত কায়েম হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ মসজিদ (সুসজ্জিতকরণ) নিয়ে গর্বে না লিপ্ত হয়।"[১৩]

অন্যত্র হাদিসে ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى.

"অচিরেই তোমরা মসজিদগুলোকে ইহুদি, নাসারাদের মত কারুকার্য করে গড়ে তুলবে।"[১৪]

মসজিদ আল্লাহর ঘর, এখানে ইবাদত করা হয়। অবশ্যই মানুষ তার সামর্থমাফিক মসজিদ নির্মাণ, সংস্কার ও উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করবে। নেক নিয়তে মসজিদের কাজে সময়, শ্রম ও অর্থ দান করবে। কিন্তু মসজিদে মাত্রাতিরিক্ত অর্থ সম্পদ ব্যয় করা, গর্ব করার উদ্দেশ্যে কারুকার্যমণ্ডিত করা, জাঁকজমকপূর্ণ করা ইত্যাদি সবকিছু হলো কিয়ামতের নিদর্শন।

বর্তমানে আমাদের সমাজে ব্যাপক আকারে মসজিদ নিয়ে প্রতিযোগিতা দেখা যায়। এক এলাকার মসজিদকে আকর্ষণীয় করা হলে, অন্য এলাকার মানুষ নিজ এলাকার মসজিদেও অপ্রয়োজনীয় সংস্কার করেন। ব্যাপকমাত্রায় অপচয় করেন। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানভী রহিমাহুল্লাহ বলেন- "আজকের শহরের মসজিদের মিম্বার ও মেহরাবে যত খরচ করা হচ্ছে, তা দিয়ে একই খরচে গ্রামে ৮-১০ টি মসজিদ বানানো যাবে।"

---

[১৩] সুনানু ইবনু মাজাহ : ৭৩৯। সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৯। সনদ সহিহ।
[১৪] সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৮।

Scanned by CamScanner

এক এলাকায় যদি মসজিদের উন্নয়নে ৫০ লক্ষ টাকা বাজেট করা হয়, তাহলে অন্য এলাকায় ১ কোটি টাকা বাজেট করা হয়। মসজিদ যত আকর্ষণীয় হচ্ছে, মুসল্লির সংখ্যা ততই কমছে। এক অনৈতিক প্রতিযোগিতার মহাউৎসব চলছে। মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকে মসজিদ কমিটি। আফসোসের বিষয় অধিকাংশ মসজিদের কমিটি উক্ত এলাকার সবচে' নিকৃষ্ট মানুষদের দখলে থাকে। মসজিদের জন্য টাকা সংগ্রহ করার সময় হারাম-হালাল বিবেচনা করা হয় না। যে সূত্র থেকে যত অর্থ আসছে তা যাচাই করা ব্যতীত নেয়া হচ্ছে।

আখিরুজ্জামানের মসজিদ তাই বাহ্যিক সুরতে সুন্দর দেখালেও বাস্তবিকতার আলোকে তাতে জান্নাতি সুভাষ পরিলক্ষিত হয় না। তাই কৃত্তিমভাবে জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়। এমনও দেখেছি বড় বড় সুদি ব্যবসায়ীর নিকট থেকে এসি সংগ্রহ করা হয়েছে। দামী মারবেল, বিভিন্ন আলোকসজ্জা, সুন্দর ঝাড়বাতি সবকিছুই নেয়া হয়েছে বিভিন্ন হারামে লিপ্ত ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে। কিছু টাকা সংগ্রহ হয় জনগণের অর্থ সম্পদ লুটকারী নেতাদের পকেট থেকে। এমন মসজিদে আলোকসজ্জা, নরম কারপেট, এসির ঠান্ডা বাতাস ইত্যাদি সব সুযোগকে কৃত্তিমভাবে বানানো জান্নাতি পরিবেশ বলা যায়। হ্যাঁ, অবশ্যই একে দাজ্জালের জান্নাত বলতে হবে। কিছু কিছু মসজিদে গরিব, মিসকিন মানুষ ভেবে-চিন্তে প্রবেশ করে থাকে। কারণ তারা ভাবে—তাদের পোশাক মসজিদের কারুকার্যের সাথে মিলে না, তাই তারা সুসজ্জিত মসজিদ এড়িয়ে চলে। হাদিস থেকে জানা যায়—পূর্বে আহলে কিতাবিরা এমন করত। আহলে কিতাবিদের উপাসনালয় কারুকার্যে আত্মনিয়োগ করা প্রসঙ্গে খাত্তাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন-

"ইহুদি খ্রিষ্টানরা যখন আসমানি কিতাব বিকৃত করে ফেলে, তখনই তারা গির্জা সুসজ্জিতকরণে আত্মনিয়োগ করে।"[১৫]

---

[১৫] উমদাতুল কারি : ৪/২২৭।

Scanned by CamScanner

সুসজ্জিত মসজিদে সালাতে একাগ্রতা সাধারণ মসজিদের তুলনায় বেশি হয় নাকি কম হয়?

অনেকে মনে করেন মসজিদ কারুকার্যমণ্ডিত হলে মুসল্লিগণ আরামে সালাত পড়তে পারবেন, এতে একাগ্রতা বেশি হবে। মনোযোগ বেশি থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা উল্টো। মানুষ সবসময় সৌন্দর্য দেখতে চায়, উপভোগ করতে চায়। সাধারণ সজ্জার চাইতে জাঁকজমক সজ্জা আমাদের চোখে বেশি পড়ে। চোখের পুরো নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে নেই। হাদিসে এসেছে-

كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي.

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা'র একটি পর্দা [যাতে নকশা ছিল বা তা রঙিন] ছিল, যার দ্বারা তিনি ঘরের একপাশকে ঢেকে রাখতেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন, 'কাপড়টি সরিয়ে নাও। কারণ, এ কাপড়ের ছবিগুলো সবসময় আমার সালাতে ভেসে উঠে।"[১৬]

চিন্তা করুন—একটি কারুকার্যপূর্ণ কাপড়ের কারণে স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একাগ্রতা নষ্ট হচ্ছিল। এবং মসজিদের সৌন্দর্য বিষয়ে তিনি বললেন, 'এটা মুসল্লিদের অন্যমনস্ক করে দিবে'।

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফতের সময়ে মসজিদে নববির সম্প্রসারণ করার সময় তিনি মসজিদের সৌন্দর্যবর্ধন ও সাজসজ্জা করতে নিষেধ করেন—যাতে করে মানুষের সালাতে মনোযোগের বিঘ্ন না ঘটে।[১৭]

আর আমরা হলাম আখিরুজ্জামানের ফিতনাময় পরিবেশে বাস করা মানুষ, এমনিতেও সালাতে খুশু খুজু ধরে রাখা আমাদের জন্য সহজ নয়—এমতাবস্থায় মসজিদ সুসজ্জিতকরণ, একাগ্রতা ধরে রাখা আরো কঠিন করে ফেলেছে। এই রকম সুসজ্জিত মসজিদে অধিকাংশ মুসল্লি একাগ্রতা ধরে রাখতে পারে না। বর্তমানে একদিকে মসজিদ সুসজ্জিত হচ্ছে অপরদিকে

---

[১৬] সহিহ বুখারি : ৩৭৪।

[১৭] ফাতহুল বারি: ৪/৯৮।

Scanned by CamScanner

ক্যালিগ্রাফি ও রঙ ব্যবহার করে কুর'আনের আয়াতগুলোকে কারুকার্যমণ্ডিত করা হচ্ছে। হাদিসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

يكون في آخر الزمان قوم ينقص أعمارهم، ويزينون مساجدهم.

"শেষ যমানায় এমন কিছু লোক হবে, যারা মসজিদ কম নির্মাণ করবে কিন্তু মসজিদগুলোকে জাকজমকপূর্ণ করবে।"[১৮]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন-

من أشراط الساعة أن تتخذ المساجد طرقا.

"কিয়ামতের একটি আলামত হলো—মানুষ মসজিদকে রাস্তা হিসেবে বানিয়ে ফেলবে।"[১৯]

অর্থ্যাৎ মসজিদকে সুন্দর জাঁকজমক করবে ঠিকই, কিন্তু মসজিদের পাশ দিয়ে যাবে সালাত আদায় করবে না।

একইভাবে হাদিসে এসেছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন-

ما أمرت بتشييد المساجد.

"আমি মসজিদগুলোকে জাঁকজমকপূর্ণ করতে আদিষ্ট হইনি।"[২০]

মসজিদের কারুকার্য থেকে মানুষের ইমান-আমল পরিমাপ করা যায়। সমাজের পাপ এবং মসজিদ কারুকার্যকরণের মধ্যে একটি নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, একটি বাড়লে অপরটি কমে। হাদিসে এসেছে, হযরত ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

مَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ قَوْمٍ إِلَّا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا , وَمَا زَخْرَفَتْ مَسَاجِدَهَا إِلَّا عِنْدَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ.

---

[১৮] মুসান্নাফে আবদুর রাযযাক : ২/৪১২।

[১৯] মুসান্নাফে ইবনু আবি শাইবা : ১/২৯৯।

[২০] সুনানু আবু দাউদ : ৪৪৮। সনদ সহিহ।

Scanned by CamScanner

"যখন কোনো সম্প্রদায়ের পাপ বেড়ে যায়, তখনই সমাজের মসজিদগুলো সুসজ্জিত হয়। আর দাজ্জালের আবির্ভাবের সময় ঘনিয়ে না আসা পর্যন্ত মসজিদ গুলো সুসজ্জিত হবে না"।[২১]

সুবহানাল্লাহ। সমাজের পাপের প্রতিক্রিয়া মসজিদের উপর কেমনভাবে পড়ে তা এই হাদিসে স্পষ্ট বলে দেয়া হয়েছে। যে সমাজ যত বেশি পাপী, উক্ত সমাজের মসজিদ তত বেশি সুসজ্জিত। সমাজের পাপ যত বাড়ে মসজিদ তত বেশি সুসজ্জিত করা হয়। এটা হাদিস থেকে স্পষ্ট অনুমেয়—আমাদের ধ্বংস ক্রমান্বয়ে কাছে আসছে, দাজ্জালের আগমনের সময় ধেয়ে আসছে। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে আল্লাহ তায়ালাকে খুশি করে সালাত আদায় করার তাওফিক দান করুক। আমিন।

সমাপ্ত

[২১] আস সুনানুল ওয়ারিদাহ ফিল ফিতান : ৪/৪১৯।

Scanned by CamScanner

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের আরো কিছু বইঃ-

১. সালাতে খুশু খুজুর উপায়
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
২. আন্তরিক তাওবা
[আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজি রহ.]
৩. হে যুবক! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়
[শাইখ মুস্তফা আহমাদ মুতাওয়াল্লী]
৪. তাওহিদ ও শিরকঃ প্রকার ও প্রকৃতি
[শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ]
৫. মুনাফিকি থেকে বাঁচার উপায়
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
৬. এসো ঈমান মেরামত করি
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
৭. যেসকল হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
৮. তাফসিরে সুরা তাওবা (দ্বিতীয় খন্ড)
[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]
৯. আসক্তি : সমাজ ধ্বংসের হাতিয়ার
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
১০. হে বোন! জান্নাত তোমার প্রতিক্ষায়
[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]
১১. শামের বিস্ময়কর সুসংবাদ
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]
১২. মিনারের কান্না
[ড. মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রহমান আরিফি]
১৩. সালাত : উম্মাহর ঐক্য
[শাইখ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]

Scanned by CamScanner

সালাত মুমিনের বেঁচে থাকার হৃদস্পন্দন। সালাত মুমিনের অন্তরকে প্রশান্ত করে। হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ তুলে। সালাতবিহীন জীবন কেবল হাহাকার আর হতাশার জীবন। সে জীবনে কোনো সুখ নেই আছে কেবল দুখের উঁকিঝুঁকি। স্রষ্টার দাসত্বের উত্তম বন্ধন হলো সালাত। একজন শাইখ বলেছিলেন— 'দুখের মেঘ যখন তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কষ্টের আগুনে যখন তোমার আত্নার দহন শুরু হয়ে যায়। দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-ব্যর্থতায় তুমি যখন হতাশায় ডুবে যাও। পরিবার কিংবা সাথীদের থেকে পাও নিদারুন বেদনা। কষ্টের যাঁতাকলে যদি তোমার জীবনটা হয় একঘেঁয়েমীপূর্ণ। তোমার এমন কষ্টের জীবনে সুখের এক পশলা বৃষ্টি পেতে রবের সামনে দাঁড়িয়ে যাও। বলো, তাঁর কাছে তোমার যত কথা, যত ব্যথা, যত গ্লানি। তিনিই তোমার জীবনে সুখ এনে দিবেন। সুখের মৃদু হাওয়াতে তোমার জীবনটাকে সুখী করে দিবেন।'

আর-রিহাব
পাবলিকেশন্স
[বিশুদ্ধ প্রকাশনার নতুন আঙ্গিনা]
কওমী মার্কেট (২য় তলা)
৬৫-৬৬/১ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার
fb.com/arrihabpub : www.arrihab.com

Price: 130/

Scanned by CamScanner